সর্ব্বহারার দাবী

[সামাজিক নাটক]

শ্রীতুলালচন্দ্র নস্কর

পশুপতি বুক ডিপো
৯৮।২, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

[দেড় টাকা

প্রকাশক—
শ্রীনরেন্দ্রনাথ পান্নাল
পশুপতি বুক ডিপো
৯৮।২, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ১৯৬০

মুদ্রাকর—
শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়
নিউ পশুপতি প্রেস
৩৩১, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

উৎসর্গ

নাট্যাচার্য্য

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

মহাশয়ের

করকমলে

নিবেদন

আমাদের দেশে নাটকের অভাব নেই। আজও কত নূতন নাটকের অভিনয় হ'চ্ছে রঙ্গমঞ্চে—সগৌরবে। তবুও কেন এই নাটক খানা লিখলাম ? এর উত্তরে শুধু এই কথাই ব'লব—ছোটবেলা থেকে নাটক লেখবার ইচ্ছা ছিল প্রবল ; তাই জাতির এই ঘোরতর দুর্দ্দিনেও কত আশা-নিরাশার ভেতর দিয়ে, শুধু জনজাগরণের ভিত্তিতে এ নাটক খানা না লেখবার লোভ সামলাতে পারলাম না। আমার এই দুঃসাহস কার্য্যে পরিণত হ'ত না, যদিনা আমি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্য পেতাম। তিনি এই নাটকের গান ক'খানি রচনা ক'রে দিয়েছেন ; 'প্রুফ' দেখবার ভারও স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রেছেন। এর জন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। সাময়িক দুর্ব্বলতায় আমি যখনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি শ্রদ্ধেয় সুদর্শন অভিনেতা শ্রীযুক্ত জীবন কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তখনি আমায় সাহস, আশা ও তাঁর নাটকীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সব চেয়ে আমি বেশী আনন্দ পাচ্ছি বন্ধুবর তরুণ সাহিত্যিক উমাপদ দাশের কথা স্মরণ ক'রে। তিনি আমাকে সব দিক দিয়ে, সব রকমে সাহায্য ক'রেছেন। তাঁর কাছে আমি যে কত ঋণী, তা শুধু আমিই জানি। তাই এতটুকু কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে ছোট ক'রতে চাই না……।

এ নাটক খানা অভিনয়ের উপযোগী ক'রে লেখবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, তা সত্ত্বেও হয়ত' স্থানে স্থানে সুর কেটে গেছে। আশা করি

পরিচালকগণ নূতন নাট্যকারের সে ত্রুটি এড়িয়ে যাবেন এবং তাঁদের নিপুণ হাতের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দর্শকদের আকৃষ্ট করতে পারবেন।

'মানুষ ভাবে এক হয় আর এক', আমিও ভেবেছিলাম বইখানা নির্ভুল ভাবে ছেপে বের হবে; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। তিনি পশুপতিবাবুকে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রতে দেননি—বারে বারে তাঁকে কর্ম্মজগৎ থেকে টেনে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন; তাই অনেক কিছু ভুল ত্রুটি র'য়ে গেছে বইখানার মধ্যে। আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ নিজগুণে ক্ষমা ক'রবেন।

শেষ কথা:—অভিনেতা, অভিনেত্রীগণ, দর্শকগণ ও পাঠক-পাঠিকাগণ যদি আমার এই নাটকখানা অভিনয় ক'রে, দেখে ও পড়ে আনন্দ পান, তাহ'লে আমি আমার সকল পরিশ্রম সার্থক মনে ক'রব।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ সাল।
বাণেশ্বরপুর, আমতা,
হাওড়া।

বিনীত—
শ্রীদুলালচন্দ্র নস্কর

নাটকীয় চরিত্র

পুরুষগণ

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়	...	রূপনগরের জমিদার
সমর	... ...	ঐ পুত্র
কানু	... ...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র
মাধব মণ্ডল	... ...	ঐ সরকার
মিটু	... ...	ঐ ভৃত্য
অমর	... ...	সমরের পুত্র
পরেশ	... ...	জনৈক শিক্ষিত যুবক
পবন, উপেন, রবি, যতীন, নন্দ, শ্যাম, মুরারী	...	রূপনগরের অধিবাসিগণ
রমেশবাবু	... ...	ভারতীর পিতা
জ্যোতির্ম্ময় (ছদ্মবেশী কমল)	...	জনৈক দেশপ্রেমিক যুবক
বিজয়	... ...	রামরূপ নগরের স্কুল মাষ্টার
নায়েব	... ...	ঐ নায়েব
কেষ্ট মণ্ডল, সাধন কবিরাজ, হরি	...	ঐ অধিবাসিগণ
পাগল	... ...	জনৈক হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তি
যুবক	... ...	জনৈক বিপন্ন যুবক
মিঃ বোস	... ...	?

স্ত্রীগণ

মালতী	... ...	রাসবিহারী বাবুর কন্যা
রমা	... ...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রী
স্বপ্না	... ...	মালতীর বন্ধু
ভারতী	... ...	জ্যোতির্ম্ময়ের স্ত্রী
কল্পনা	... ...	?

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময় অপরাহ্ন

[রাসবিহারী বাবুর কলিকাতার বাড়ী। আধুনিক আসবাব পত্রে সুসজ্জিত একটি ড্রইং রুমে বসিয়া সমর কি একটা বই পড়িতেছিল। স্বপ্না প্রবেশ করিল। তাহার বয়স আঠারোর বেশী নয়; দেখিতে সুন্দর]

স্বপ্না। সমরবাবু—

সমর। কে? (বই হইতে মুখ তুলিয়া) ওঃ স্বপ্নাদেবী, আসুন। হঠাৎ কি মনে করে?

স্বপ্না। মালতীর সঙ্গে একটু দরকার আছে।

সমর। তা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।

স্বপ্না। দেখুন যদি মনে কিছু না করেন, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রব।

সমর। কি?

স্বপ্না। আপনি মালতীর দাদা ত'?

সমর। সন্দেহ আছে নাকি?

স্বপ্না। না। তবে—হ্যাঁ দেখুন আপনি, মালতীর চেয়ে বয়সে বড়।

সমর। তা ত' বটেই।

স্বপ্না। তা'হ'লে এখন কথা হ'চ্ছে মালতী আমার class friend—আমারই সমবয়সী।

সমর। বুঝেছি। আপনি প্রমাণ করতে চাইছেন যে আপনি আমার চেয়ে বয়সে ছোট।

স্বপ্না। যখন বুঝতেই পেরেছেন তখন আর আমায় 'আপনি' বলবেন না।

[সমর হাসিয়া ফেলিল]

হাসলেন যে বড়।

সমর। হাসাটা কি আপনার কাছে sorry, I mean তোমার কাছে সভ্যতার বাইরে।

স্বপ্না। তা না হ'লেও অকারণে হাসাটা ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই নয়।

সমর। আপনার মেজাজটা দেখছি বড় কড়া সুরে বাঁধা। একটু চা খেয়ে নিন, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

স্বপ্না। মাপ করবেন সমরবাবু। এ ভদ্রয়ানা নেশাটা এখনও ঠিক আয়ত্বে আনতে পারিনি।

[সমর পুনরায় মুখ টিপিয়া হাসিল]

স্বপ্না। আপনার এই ব্যঙ্গোক্তি হাসি সহ্য করবার মত মনের জোর আছে ব'লেই সত্য কথা বলতে ভয় পাইনা।

সমর। Twentieth century তে কোন social girl চা

এর মত উপাদেয়, লোভনীয় পানীয়টাকে avoid ক'রে চলবে এ আমি আশা করতেই পারিনা।

স্বপ্না। ভুলে যাচ্ছেন কেন, সবার রুচি ত' আর সমান নয়। আপনার যা ভাল লাগে আমার যে তা ভাল লাগবে একথা ভাবাই ভুল। তা ছাড়া দেখুন, মদ যেমন নেশার জিনিষ, না খেলে মানুষ মরেনা, খেলে শরীরের উন্নতির চেয়ে অবনতির সম্ভাবনাই বেশী ; চা ও ঠিক তাই। সুতরাং এই সব মারাত্মক জিনিষগুলোকে যতই এড়িয়ে যাওয়া যায়, ততই ভাল নয় কি ?

সমর। কায়দা ক'রে কথা বলতে শিখেছ দেখছি। তা একটা মিটিং এ তোমার এ মত প্রকাশ ক'রলে খানিকটা 'বাহবা' পেতে।

স্বপ্না। নামের মোহ আমার নেই।

সমর। মালতীর মুখে শুনেছিলাম তোমরা নাকি থিয়েটার করবে।

স্বপ্না। হ্যাঁ। তবে নাম কেনবার জন্যে নয়।

সমর। তবে কি জন্যে, জানতে পারি কি ?

স্বপ্না। নিশ্চয়ই পারেন। এ বছর বন্যায় দেশের কি রকম ক্ষতি হ'য়েছে আশা করি সে খবরটা রাখেন। যাদের ঘরবাড়ী বন্যায় ধ্বংস হ'য়েছে, ক্ষেতভরা ধান নষ্ট হয়েছে, গরু বাছুর বন্যার স্রোতে ভেসে গেছে সেই সমস্ত হতভাগ্য-

দের সাহায্যের জন্যে আমরা এ অভিনয়ের আয়োজন ক'রেছি।

সমর। Good idea no doubt ; কিন্তু অভিনয় করবে কারা।

[মালতী প্রবেশ করিল]

মালতি। আমারা।

সমর। তোমরা!

মালতী। হ্যাঁ। আমাদের নিজেদের লেখা নাটক, আমরাই তার রূপ দেব।

স্বপ্না। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি আমাদের অভিনয় দেখতে আপনার যাওয়া চাই।

সমর। মাপ কোরো স্বপ্না। বাংলা দেশের নাটক, যার মধ্যে খানিকটা প্রেম, খানিকটা বিরহ, তারপর মিলনের গরমিল ছাড়া আর কিছু নেই—এ ধরণের নাটকের অভিনয় দেখবার মত মনের দুর্ব্বলতা আমার নেই।

মালতী। আমাদের এ নাটক প্রেমের কাহিনী নিয়ে লেখা নয়।

সমর। তাহ'লে সে নাটক নাটক-ই নয়।

স্বপ্না। কিছু না জেনে মত প্রকাশ করাটা বিশেষ গৌরবেরও নয়।

মালতী। আমি জোর করে বলতে পারি দাদা আমাদের অভিনয় দেখলে তোমার রুচি ব'দলে যাবে।

[পাশের টেবিলের ওপর রিসিভারটা ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিল]

স্বপ্না। মালতী বাজে তর্কে সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই। নূতন গানের সুর কেমন হ'ল, শোনাবি চল।

[উভয়ের প্রস্থান]

[সমর রিসিভার উঠাইল]

সমর। হ্যালো।...কে ?...বল।...না, আমি ৫০৲ টাকার এক পয়সাও বেশী দেবনা।...আমাদের মধ্যে ত' সেরকমই কথাবার্ত্তা ছিল ...ভয় দেখিয়ে বেশী টাকা আদায় করবে ভেবেছ ?...না, অকারণে রাগাটা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও।...কাকে ?...ওঃ আচ্ছা...

[রিসিভার রাখিয়া দিল]

[ইতিমধ্যে কল্পনা কখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সমর জানিতে পারে নাই। কল্পনা অতি সন্তর্পণে একটি ড্রয়ার হইতে একখানি ফটো বাহির করিল। তাহা কল্পনা ও সমরের পাশাপাশি একসঙ্গে তোলা ছবি। তারপর ড্রয়ার বন্ধ করিতে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেএকটু শব্দ হইল। সমরের লক্ষ্য সেদিকে পড়িতেই কল্পনা হাতের ছবিটি পিছনে রাখিয়া টেবিলে ঠেস দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল]

সমর। কল্পনা, তুমি আবার এখানে এলে কেন ?

কল্পনা। পথ ভুলে এসে পড়েছি।

সমর। তুমি এখনি এখান থেকে চলে যাও।

কল্পনা। কেন ?

সমর। লোকে দেখে সন্দেহ করবে।

কল্পনা। ক্ষতি কি।

সমর। তোমার হয়ত ক্ষতি কিছু নেই ; কিন্তু আমার—

কল্পনা। যা সত্যি তা যদি প্রকাশ পায়, পাক। মিথ্যা আবরণে তাকে ঢেকে রেখে লাভই বা কতটুকু।

সমর। দেখছ, পশ্চিমাকাশে একখণ্ড মেঘ দেখা দিয়েছে ; এখনি ঝড় উঠবে।

কল্পনা। যার মন দিনরাত ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, তাকে বাইরের ঝড়ের ভয় দেখানর চেষ্টা বৃথা। সমুদ্রে শয্যা যার' শিশির বিন্দুতে তার কিসের ভয় সমর বাবু।

সমর। তোমার আশা আকাঙ্খা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তাই তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি আর বেশীদূর এগিয়ো না।

কল্পনা। তার আগে আমিও এটুকু আপনাকে জানিয়ে রাখি দেশের লোকের কাছে যেদিন আপনার 'সমিতির' আসল রূপ প্রকাশ পাবে সেদিন থেকে আমারও পথ চলা সুরু হবে নূতন পথে।

সমর। ভুলে যাও সে সব কথা। শুধু মনে রেখো যা ক'রেছিলাম তোমাদেরই ভাল'র জন্যে।

কল্পনা। না। কারণ তার পিছনে যে কি ছিল তা আমার অজানা নেই।

সমর। (দৃঢ়স্বরে) কল্পনা।

কল্পনা। আচ্ছা বলতে পারেন সমরবাবু, দেশের কতগুলো নারীকে আপনার মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রেছেন?

সমর। What do you mean to say?

কল্পনা। কতগুলো নারীর সর্ব্বনাশ ক'রেছেন।

সমর। shut up.

কল্পনা। ও স্বর আমি চিনি। ওতে ভয় পাবে তারা—যারা আপনাকে চেনে না।

সমর। তুমি কি জান, কতটুকুই বা জান আমার সম্বন্ধে?

কল্পনা। যেটুকু জানি আপনাকে কোন ভদ্র মহিলার পাশে দেখলে রিভল্‌বার নিয়ে শুট্‌ করতে ইচ্ছা করে।

[সমর 'হো' 'হো' করিয়া হাসিয়া উঠিল]

কল্পনা। ছি, আপনার হাসতে এতটুকু লজ্জা করছেনা।

সমর। লজ্জা। বেচারা কল্পনা, তোমায় দেখলে বড় মায়া হয়।

কল্পনা। আমাদের প্রথম দিনের পরিচয়ের কথা মনে পড়ে?

সমর। তা পড়ে বৈকি, তুমি চোখে আবেশ মাখান একখানা হাল-ফ্যাসানের শাড়ী প'রে আমার হাতে হাত মেলালে ; আর বীণা, মায়া, রেবা পাশ থেকে মুচকি হেসে স'রে পড়ল।

কল্পনা। তখন বুঝতে পারিনি যে নারীকে নিয়ে খেলা করাই আপনার ব্যবসা।

সমর। তার আগে আমিও জানতাম না যে নারীর ভালবাসা শুধু মরীচিকা. ছলনা আর অভিনয়, অ-ভি-ন-য়। তারা যতটুকু ভালবাসার কথা বলে, শুধু নিজেদের কাজ হাসিল করবার জন্যে।

কল্পনা। ভুলে যাবেন না আপনি নারী জাতিকে অপমান করছেন।

সমর। তোমরা থাকবে বেঁচে শুধু মাতৃত্বের গৌরব নিয়ে। দেশের কাজে নামা তোমাদের সাজেনা। তাছাড়া তোমরা মনে প্রাণে বেশ জানতে এই 'সমিতি' তোমাদের জাগাতে পারবেনা যদিনা তোমরা নিজেরা সচেতন হও। তবুও কেন ছুটে গিয়েছিলে আলেয়ার পিছনে ?

কল্পনা। আপনি নারীর দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ দূর করবেন, আর আমরা আপনার পাশে দাঁড়িয়ে সে কাজের সাহায্য করব—সহকর্ম্মীরূপে ; এই উদ্দেশ্যেই 'সমিতিতে' যোগ দিয়েছিলাম।

সমর। তাই ছিল আমার লক্ষ্য; কিন্তু তোমরা আমায় সে পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছ।

কল্পনা। আমরা?

সমর। হ্যাঁ, তোমরা। তোমাদের হাত ধরে যখন কর্ম্মক্ষেত্রে নামলাম তোমাদের মত ও পথ আমার পথ দিল ভুলিয়ে। ভুলে গেলাম কর্ত্তব্য; নামলাম নীচুতে; তোমরাও হাসতে হাসতে হাতে হাত মেলালে।

কল্পনা। দিনের পর দিন ভালবাসার কথা ব'লে আমাদের মনকে দুর্ব্বল ক'রে তার সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে, এমন কি বিয়ের প্রলোভন পর্য্যন্ত দেখিয়ে আমাদের জীবন ব্যর্থ ক'রে দিয়েছেন।

সমর। তারপর সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে, রিক্ত হাতে বিদায়ও দিয়েছি।

কল্পনা। তাই আমি আর আপনাকে নারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার সুযোগ দেবনা।

সমর। কি বললে?

কল্পনা। আপনার চরিত্রের গোপন রহস্য আর চেপে রাখব না।

সমর। কল্পনা—

[সমর কল্পনার ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিতেই হাতের ফটোখানি দেখিতে পাইল]

সমর। এ ছবি আমার ড্রয়ারের মধ্যে ছিল, তুমি কোথায় পেলে?

কল্পনা। ড্রয়ার থেকে বের ক'রে নিয়েছি।

সমর। রেখে দাও।

কল্পনা। না। এ ছবির ওপর আপনার যেমন অধিকার আমারও ঠিক্ তাই।

সমর। অধিকার অনধিকারের কথা হ'চ্ছেনা; বল তুমি দেবে কিনা।

কল্পনা। না।

সমর। কল্পনা!

কল্পনা। চোখ রাঙিয়ে যাদের বশ করা যায় আমি সে দলের নই।

সমর। দাও বলছি—

[জোর করিয়া কল্পনার হাত হইতে ছবিখানি ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল। টানাটানিতে ছবিখানির মাঝামাঝি ছিঁড়িয়া গেল]

সমর। Get out, চোরকে আমি প্রশ্রয় দেবনা।

কল্পনা। না আমি যাবনা।

সমর। যাবেনা? কেন কি জন্যে এসেছ?

কল্পনা। আমি আমার দাবী নিয়ে এসেছি।

সমর। কিসের দাবী?

কল্পনা। আপনার পাশে দাঁড়াবার।

সমর। না, তা হবেনা। হ'তে পারেনা।

কল্পনা। কেন?

সমর। যা কোনদিন সম্ভবপর নয় সে অলীক জিনিষটাকে বাস্তবে পরিণত করবার চেষ্টা ক'র না, কল্পনা!

কল্পনা। কিন্তু সে পথ ত' আপনি-ই পরিষ্কার ক'রে দিয়েছেন।

সমর। You are going too far. আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাইনা, তুমি যাও।

কল্পনা। নিজের জন্যে আপনার কাছে কোনদিনই আশ্রয় ভিক্ষা করতে আসতাম না। আজ আমি ভাবী সন্তানের মা হ'তে চলেছি; তাই সেই দাবী নিয়ে ছুটে এসেছি।

সমর। আমায় তুমি টলাতে পারবেনা। তুমি যাও; নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, পথে, মাঠে, ঘাটে যেখানে খুসি বাসা বেঁধে। আমার কাছে আর কোনদিন আসবেনা—এই শেষবার বললাম।...হ্যাঁ শোন, টাকার দরকার হ'লে জানিয়ো।

কল্পনা। অনেক প্রলোভন ত' দেখিয়েছেন আবার টাকার প্রলোভন--এর অভিনয় কেন। আপনি আমাকেই যখন অস্বীকার করছেন আমিই বা আপনাকে স্বীকার করতে যাব কেন। আমি চললাম। (সম্মুখের দিকে দু'এক পা বাড়াইল, তারপর ঘুরিয়া) ইচ্ছা ছিল যাবার আগে আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে যাব, কিন্তু—

সমর। না, তার আর দরকার হবেনা। তুমি আমার কেউ নও, কিছু নও। জানি না জীবনের কোন অশুভ মূহুর্ত্তে তোমার

সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল। তুমি আমার জীবনের অভিশাপ।

কল্পনা। উঃ ভগবান! না, আমি আর সহ্য করতে পারব না। আমি এসেছি জোয়ারের জলে আবার জোয়ারের জলেই ভেসে যাব...। সব কলঙ্ক ধুয়ে মুছে যাবে, বাইরের আলো বাতাসে প্রকাশ পাবার সুযোগ দেবনা কোনদিন।

[কল্পনা প্রস্থানোদ্যতা হইল কিন্তু কি ভাবিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া পরে উদ্‌ভ্রান্তবৎ প্রস্থান করিল]

[বৃদ্ধ ভদ্রলোক রমেশবাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি খোলা চিঠি]

রমেশ। সমর!

সমর। একি! আপনি এ দেহ নিয়ে কোন ভরসায় উঠে এলেন?

রমেশ। তোমাকে খুঁজে না পেয়ে আমাকে এখানেই আসতে হ'ল বাবা!

সমর। কেন?

রমেশ। জ্যোতি চিঠি পাঠিয়েছে। সবটা পড়বার মত ধৈর্য্য আর রইল না। তাই—

সমর। কই, দিন চিঠি।

রমেশ। এই নাও বাবা! (সমরকে চিঠি দিলেন) শেষের দিকটা একবার পড়ে শোনাতে পার।

সমর ! (চিঠি পড়িতে লাগিল)...দেশের কাজ আমার কাছে সবচেয়ে বড়। তাই আমি সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলাম না। আপনার দানের মর্য্যাদা হয়ত রাখতে পারিনি, ক্ষমা করবেন।

ইতি—

'জ্যোতির্ম্ময়'

রমেশ। ক্ষমা করব ? ইডিয়ট্ আমি তোমায় ক্ষমা করব। একটা পাব্লিক মিটিংএ গরম গরম কতকগুলো বুলি আওড়ে নাম কিনতে গিয়ে যারা জেলে যায় তাদের দ্বারা স্বাধীনতা আসবে না,—আসতে পারে না। তারা দেশ-সেবার নামে জুয়াচুরী খেলছে। তাদের উত্তেজনা বালির বাঁধের মত ক্ষণস্থায়ী।

সমর। আপনি এত বেশী উত্তেজিত হবেন না। এতে আপনার অসুখ বেড়ে যাবে। আপনার খাবার সময় হ'য়েছে, চলুন।

রমেশ। তোমার এই সময়ই আমায় পাগল ক'রবে। সময়ে শুতে হবে, খেতে হবে তা ওষুধই হোক আর যাই হোক। চিন্তা ক'রব, দুটো কথা বলবো তাও—

সমর। আপনার শরীরের অবস্থা বিশেষ ভাল নয় কিনা, তাই—

রমেশ। বলতে পার বাবা, আমার বেঁচে থাকায় কি লাভ ? মা-মরা মেয়ে কোলে পিঠে করে মানুষ করলাম। তারপর—

সমর। ও সব কথা এখন থাক।

রমেশ। আমি যে আমার মনের দুঃখ কিছুতেই চেপে রাখতে পাচ্ছিনা। ভারতীর বিয়ে না দেওয়া এর চেয়ে যে ছিল ভাল। আমি তাকে হাতে পায়ে বেঁধে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

সমর। ভারতীর সম্বন্ধে আপনি এত বেশী ভাববেন না। সে যাতে সব কিছু ভুলে থাকে আমি সেই চেষ্টাই করছি; আমি তার হাতে অনেক বড় কাজ তুলে দিয়েছি; নিজের হাতে নার্সিং শেখাচ্ছি।

[ভারতী প্রবেশ করিল। তাহার হাতে এক টুকরা কাগজ। বেশভূষা অতি সাধারণ]

ভারতী। সমরদা, এ মিক্‌শ্চার আমি তৈরী করতে পারবনা। এই নিন আপনার প্রেশক্রিপশান্।

[কাগজটী সমরকে দিল]

সমর। (ভারতীর মুখের দিকে চাহিয়া) হুঁ, বুঝেছি; কি জানেন রমেশ বাবু, ভারতী এত নার্ভাস যে আপনার ওষুধ নিজের হাতে তৈরী করতে ভয় পায়। আচ্ছা আমিই এ মিকশ্চার তৈরী করতে চললাম। [প্রস্থান]

রমেশ। তুমি যে এত দুর্ব্বল তা ত' জানতাম না মা। ওষুধের সঙ্গে যদি খানিকটা বিষ-ই মিশিয়ে দাও কিছু ক্ষতি হবে না।

আমি ত' আর এ দেহটা বেশী দিন টেনে চলতে পারবনা। যত শীগ্‌গির ঘুম পাড়িয়ে দিতে পার ততই ভাল।

ভারতী। বাবা!

রমেশ। না মা, আমি ভাল হ'য়ে উঠব। তোমাদের এত পরিশ্রম, এত যত্ন কি সব ব্যর্থ হ'বে। কিছু ভেবোনা মা। ......মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে আমি যে কিছুতেই স্থির থাকতে পারি না। ওযে চিরকাল অভিমানিনী। অভিমানে কোন কথা মুখ ফুটে বলতে পারেনি ব'লে কি আমি বুঝতে পারিনি ওর মনের কথা। কিন্তু কি করব; যা হবার তা হ'য়েছে।

[চোখের কোণে দু'এক ফোঁটা জল দেখা দিল]

ভারতী। বাবা তুমি কাঁদছ।

রমেশ। কই, না মা।

ভারতী। আমি সব সহ্য করতে পারি; কিন্তু তোমার চোখের জল সহ্য করতে পারিনা। তুমি যাও!

রমেশ। এই অবাধ্য বুড়ো ছেলেকে যত পার শাসন কর কিন্তু তোমার বুকের মাঝে যে আগুন জ্বলছে মুখের হাসি দিয়ে সে আগুন চেপে রেখে আর আমায় পুড়িয়ে মেরো না মা!

[ধীরে ধীরে প্রস্থান]

[মিঃ বোস প্রবেশ করিল। পরণে পায়জামা ও ঢিলা পাঞ্জাবী]

মিঃ বোস। এইটাই কি সমর বাবুর ড্রইং রুম?

ভারতী। হ্যাঁ!

মিঃ বোস। আপনি কি তাঁর—

ভারতী। আমি তাঁর ল্যাবরোটারীতে কাজ করি।

মিঃ বোস। ল্যাবরোটারী? না বরং বলুন আপনি তাঁর 'সমিতির' কাজ করেন।

ভারতী। কিসের সমিতি?

মিঃ বোস। সমর বাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় কত দিনের?

ভারতী। তা এক রকম ছোট বেলা থেকেই। তবে মাঝখানে কয়েক বছর আমরা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়ি।

মিঃ বোস। ঐ সময় টুকুর মধ্যে তিনি 'নারী প্রগতি সঙ্ঘ' গঠন ক'রেছিলেন তা বুঝি জানেন না।

ভারতী। 'নারী প্রগতি সঙ্ঘ' সে আবার কি?

মিঃ বোস। যে সমিতি নারীর নারীত্ব কেড়ে নিয়ে পথে ছেড়ে দেয়।

ভারতী। আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না; আপনি বসুন, আমি সমরদাকে ডেকে দিচ্ছি।

মিঃ বোস। না, আমার জন্যে আপনাকে এত ব্যস্ত হ'তে হবে না। যথা সময়ে তিনি আসবেন।

ভারতী। তা আপনি সমরদা'কে চিনলেন কেমন ক'রে?

মিঃ বোস। অতবড় মহাপুরুষকে না চেনাই ত' লজ্জার কথা।

[ঔষধের শিশি হস্তে সমরের প্রবেশ]

সমর। তুমি নিশ্চয় জেনো ভারতী, এ ওষুধ আমার ব্যর্থ হবে না। রমেশবাবু নিশ্চয়ই ভাল হ'য়ে উঠবেন। তুমি যাও, এই ওষুধটা খাইয়ে দাও গে।

[সমর ভারতীর হস্তে শিশিটা দিল ; ভারতী চলিয়া গেল]

সমর। (মিঃ বোসকে লক্ষ্য করিয়া) কে ? আপনি কে ? আপনাকে ত' আগে কোথাও দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না।

মিঃ বোস। (পকেট হইতে একটি কার্ড বাহির করিয়া) এই দেখুন, আমি এই ঠিকানা থেকে আসছি।

সমর। (কার্ড দেখিয়া) মিস্ রায় আপনাকে পাঠিয়েছে ?

মিঃ বোস। হ্যাঁ। দেখুন, আমাকে যে চিনতে পাচ্ছেন না সে দোষ আপনার নয়। ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা এই সব দেশ ঘুরতেই ত' আমার এতখানি বয়স কেটে গেল। মিস্ রায়—যার সঙ্গে আপনার love হ'য়েছিল, এবং যার জন্যে, contract systemএ আপনি monthly payment করতে বাধ্য হচ্ছেন, আমার এক জাপানী friend চেয়েছিল তাকে বিয়ে করতে। আমি মিস্ রায়কে একথা বলেছিলাম ; but she didn't agree. I am sorry for that.

সমর। ওঃ, আপনি দেখছি মিস্ রায়ের হিতাকাঙ্ক্ষী।

মিঃ বোস। নিশ্চয়। আপনি জানেন না, আপনার সঙ্গে তার ভালবাসা হবার আগে আমি তাকে ভালবেসেছিলাম।

সমর। You are a fool.

মিঃ বোস। Fool! কি বলছেন আপনি?

সমর। মিস্ রায় একদিন আমায় ব'লেছিল, সে কোনদিন কাউকে ভালবাসে না।

মিঃ বোস। হাঃ হাঃ হাঃ।

সমর। হাসছেন কেন?

মিঃ বোস। মিস্ রায় তার retired lover এর কথা কেমন ক'রে ভুলল একথা ভেবে।—যাক্, এর জন্যে আমি বিশেষ দুঃখ পাইনা। কি জানেন সমরবাবু, গত বছর ইংল্যাণ্ডে ঠিক এই মাসেই যখন আমি তিনদিন সমানে মদ খেয়ে চলি, আমার পাশে বসে কত young lady আমার সঙ্গে love করতে for nothing কত চেষ্টাই না ক'রেছিল। কিন্তু আমি তাদের সে opportunity দিইনা। কারণ আমি জানি, মিস্ রায় আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে সুদূর native land এ।

সমর। যান, বাজে কথা শোনবার সময় আমার নেই।

মিঃ বোস। বাজে কথা? কি যে বলেন আপনি! আমার মুখের এই সব কথা শোনবার জন্যেই বিলেতের মেয়েরা দিনের পর দিন রীতিমত আমাকে request ক'রেছে।

সমর। তবে সেইখানেই যান না--

নবীন। (পকেট হইতে একটি ব্যাগ বাহির করিয়া) এই ব্যাগটা দেখছেন। একদিন হাজার হাজার টাকা এর মধ্যে ছিল। তখন দুনিয়াটাকে দেখেছিলাম রঙিন চোখে। আজ ব্যাগ শূন্য ; তাই আমার কাছে দুনিয়াটা যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে।

সমর। আপনি মদ খাওয়া এখনও ছাড়তে পারেন নি ?

নবীন। না, বরং মাত্রা বেড়েই চলেছে।

সমর। টাকা পাচ্ছেন কোথায় ?

মিঃ বোস। পাইনা বলেই ত' আপনার কাছে এসেছি।

সমর। মিস্ রায়কে আমি monthly যে টাকা দিই, সে কি আপনাকে মদ খাবার জন্যে দান করবে ?

মিঃ বোস। নিশ্চয়। সে আমাকে ভালবাসে। আমার জন্যে কি—না করতে পারে।

সমর। ওঃ, আমি এখনি তাকে ফোনে জানিয়ে দিচ্ছি—টাকা আমি দেব না।

মিঃ বোস। Excuse me, সমরবাবু। মিস্ রায় আমাকে বলেছিল, এসব কথা আপনাকে না বলতে ; আমি ভুলে গিয়েছিলাম।...কাল বৈশাখীর ঝড়ের মত কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আমি আবার হয়ত এদেশ ছেড়ে চলে যাব ; কিন্তু

মিস্ রায়কে মেরে রেখে যাব না।......তাকে আমি পাঠিয়ে দেব। good bye—

[বাহিরের দিকে দু'এক পা বাড়াইল]

সমর। একটু দাঁড়ান। (পকেট হইতে পঞ্চাশ টাকা বাহির করিয়া) আপনি যখন টাকার জন্যে এসেছেন আপনাকেই তা নিয়ে যেতে হবে। এই নিন্—

[মিঃ বোসকে টাকা দিতে যাইবে এমন সময় ভারতী প্রবেশ করিল]

ভারতী। না। এ টাকা আপনি দিতে পাবেন না।

সমর। কেন ?

ভারতী। বলুন, এ টাকা কাকে দিচ্ছেন।

সমর। পরে শুনবে।

ভারতী। না, এখনি আমি শুনতে চাই।

সমর। (দৃঢ়স্বরে) ভারতী। (মিঃ বোসকে লক্ষ্য করিয়া) এই নিন্।

[মিঃ বোস টাকা লইয়া একবার ভারতীর দিকে চাহিয়া দেখিল ; তারপর সমরের চোখে চোখ পড়িতেই তিক্ত হাসি হাসিয়া নীরবে বিদায় অভিবাদন জানাইয়া প্রস্থান করিল]

সমর। বল কি বলছিলে।

ভারতী। আমি জানতে চাই লোকটি কে ?

সমর। লাভ।

ভরতী। লাভ কিছু নেই, শুধু আগ্রহ।

সমর। সব বিষয়ে এত আগ্রহ থাকা ভাল নয়।

ভারতী। তা জানি। আর এও জানি যিনি অগাধ সম্পত্তির মালিক হ'য়েও গত crisisএ সহরের অলিতে গলিতে দিনের পর দিন লোক মরতে দেখেও অবজ্ঞার হাসি হেসেছেন, সোজা চলে গেছেন ; অথচ একটা পয়সাও বাজে খরচ করেন নি—

সমর। তাই অতগুলো টাকা একটা অজানা, অচেনা লোককে কেন দিলাম, তার কৈফিয়ৎ চাইবার লোভ সামলাতে পারলেন না, না? ওকি আমার মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলে যে?......না, আমি বলবনা।

ভারতী। কেন?

সমর। আমার অতীতের কথা তোমার জানবার অধিকার নেই ব'লে।

ভারতী। তাহ'লে আপনার "নারী প্রগতি সঙ্ঘের" সব কথা সত্য?

সমর। আমার সমিতির কথা কে তোমায় বললে?

ভারতী। দুষ্ট্ বাতাস।

সমর ভারতী! তুমি যা শুনেছ, ভুল শুনেছ—তা সব সত্য নয়। আমি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নে যে ঘরখানা বেঁধেছিলাম, তা বালুচরের ওপর। তাই

একটা দম্‌কা হাওয়ায়, সব ভেঙ্গে চূরমার হ'য়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত যে খুঁটিটা আঁকড়ে ধরে রেখেছিল ঘরটাকে— তাকেও একদিন বিদায় দিলাম। পড়ে রইল শুধু হাড় ক'খানা।

ভারতী। আপনার এসব কথা আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

সমর। তারপর বহুদিনের পরিচিত একটা সবল, সুস্থ লতাকে দেখে আবার তার বাঁচতে ইচ্ছা হ'ল।

ভারতী। সমরদা?

সমর। কিন্তু নির্ব্বোধ জানেনা—ঐ লতা একবার যাকে আশ্রয় করেছে, তাকে ছেড়ে দাঁড়াবে কেমন ক'রে আর একজনের পাশে।

ভারতী। আপনি নিজেকে হারিয়ে ফেলছেন সমরদা।

সমর। না হারাইনি—হয়ত হারাব। ভারতী, একটি বছর আগেকার কথা স্মরণ কর; সেই বিজয়া দশমীর দিন—কি বলেছিলে আমায়।

ভারতী। পুরানো দিনের পুরানো স্মৃতির কথা, আজ আর নূতন ক'রে টেনে এনে লাভ নেই। তা ভুলে যাওয়াই ভাল।

সমর। ভুলব কেমন ক'রে? আমি যে স্মৃতির-ই পূজারী।

ভারতী। ভুলে যাবেন না, সেদিন আর আজ, এক নয়।

সমর। জানি, আর এও জানি, তোমরা ভালবাসা জান না।

জান শুধু ভালবাসার অভিনয় করতে; আর বাপ-মার আদেশ মাথায় নিয়ে তাদেরই বেছে দেওয়া পুতুলের গলায় মালা দিয়ে, সারাজীবন দুঃখের বোঝা ব'য়ে বেড়াতে।

ভারতী। না—না—না। আপনি আমার দিকে অমন ক'রে এগিয়ে আসবেন না। আমার বড় ভয় করছে।

সমর। কেন, কিসের ভয়? কলঙ্কের? চাঁদেও কলঙ্ক আছে। চল ভারতী, আমরা কোথাও চলে যাই।

ভারতী। চলে যাব, কেন?

সমর। লোকচক্ষুর অন্তরালে আমাদের ঘর বাঁধব। যেখানে থাকব শুধু আমি আর তু—মি।

ভারতী। না, তা হয় না।

সমর। কেন হয়না ভারতী? তুমি কি আমায় কোনদিন ভালবাসতে না?

ভারতী। বাসতাম, এখনও বাসি. তবে এখনকার ভালবাসা আর তখনকার ভালবাসা এক নয়। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। আপনি যে আমার কাছে আজও দেবতার মতই আদর্শ, আমার জীবনের মত অমূল্য, আমার গর্ব্ব ক'রে বলবার মত সম্পদ।

সমর। ভারতী, আর কি আমরা সেই পুরানো দিনগুলোকে ফিরে পেতে পারিনা?

ভারতী। না।

সমর। না?

ভারতী। হ্যাঁ। দেখছেন না আজ আমি আপনার সামনে কি বেশে দাঁড়িয়েছি।

সমর। তবে কি ভালবাসার জগতে কোন দাম নেই? সমাজের দুটো মন্ত্র-ই তোমার কাছে বড় হ'ল? তাকে কি তুমি অস্বীকার করতে পার না ভারতী?

ভারতী। না। আমি যে হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর বৌ। তাই এই সিন্দুরটাকে মানি, বিশ্বাস করি। আর ভগবানের কাছে সর্ব্বদাই এই প্রার্থনা করি, 'ভগবান! একে যেন মুছোনা। শ্মশান চিতায় এ দেহখানা যেদিন ছাই হ'য়ে যাবে, সেদিন এর অস্তিত্ব বিলীন কোরো, তার আগে নয়'।

সমর। জানত ভারতী, জগতে একলা দাঁড়াবার মত সাহস যে আমার নেই!

ভারতী। আর এও জানি আমি ছাড়া অপর কেউ আপনার পাশে দাঁড়ালে, সামলাতে পার্ব্বেনা। তাই আমি লোকনিন্দা, সমাজের ভয়, সব কিছু মাথায় পেতে নিয়ে আপনার পাশে দাঁড়াব—ছোট ভগ্নীর মত।

সমর। ভারতী, তুমি কি বলছ।

ভারতী। দাদার পাশে দাঁড়াবার মত সাহসটুকু কি ছোট বোনের থাকতে নেই?

[সমর কি যেন বলিতে যাইতেছিল; ভারতী আর দাঁড়াইতে পারিল না, চলিয়া গেল]

[অপর দিক দিয়া মালতী মাধব মণ্ডলের সহিত কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল]

মালতী। হ্যাঁ, আসুন। এঘরে বসবেন আসুন।

সমর। ইনি কে মালতী ?

মালতী। আমাদের সরকার মশায়।

সমর। ওঃ। আপনি রূপনগর থেকে আসছেন ?

মাধব। হ্যাঁ বাবা!

সমর। বাবা ভাল আছেন ত' ?

মালতী। রমাদির আসবার কথা ছিল—

মাধব। রমা, কানু দুজনেই এসেছে মা!

মালতী। কতদিন আমি তাদের দেখিনা। বিয়ের পর সেই যে জামাই বাবু নিয়ে চলে গেলেন, তারপর—হ্যাঁ সরকার মশায়, জামাই বাবু এসেছেন ত' ?

মাধব। সে আর কি ব'লব মা।

সমর। মাধববাবু, আপনি কি তবে কোন অমঙ্গল—

মাধব। সে কথা আর তুলবেন না খোকাবাবু। রমামাকে যে আঘাত ভগবান দিয়েছেন তার প্রত্যেকটি ঘা কর্ত্তাবাবুর বুকের প্রত্যেকটি হাড়কে চূরমার করে দিয়েছে। বাবুর সে দুঃখ আমি দেখতে পারিনা; মাঝে মাঝে ভাবি অন্য কোথাও চলে যাই, কিন্তু যেতে পারিনা তাঁকে একলা

অসহায় অবস্থায় ফেলে। আপনারা চলুন, আপনাদের ভার আপনারা নিন্, এ 'পুরাতন ভৃত্যকে' ছুটি দিন।

[এমন সময় বাড়ীর চাকর মিটু প্রবেশ করিল]

মিটু। কি হয়েছে বাবু আপনাদের? মায়ের আমার চোখে জল কেন?

সমর। মিটু ওরে মিটু—

[স্বর গাঢ় হইয়া আসিল, সমর আর কোন কথা কহিতে পারিল না]

মিটু। এতদিন আপনাদের সেবা করে এলাম; তবে আজ কেন আমায় দূরে ঠেলে রাখতে চাও খোকাবাবু?

সমর। আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে মিটু—রমার সিঁথির সিন্দূর মুছে গেছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বছর কয়েক পরের ঘটনা]

সময়—প্রাতঃকাল

[রূপনগর—রাসবিহারী বাবুর বসিবার ঘর। তারই সম্মুখে একটি ফুলের বাগান। দেশী-বিদেশী নামজানা ও অজানা কতকগুলো ফুল এদিক ওদিক ফুটিয়া রহিয়াছে। মালতী গাহিতেছিল]

গীত

আজ আর কোন কথা নয়—শুধু গান, শুধু গান।
(মোর) অন্তরে সে কোন্ পথিক জাগালো রে মধুতান ॥
ফাল্গুন জ্যোছনাতে,
ফুলভরা আঙিনাতে—
কে সে মোরে অভিসারে টানে—ভুলায়ে গো মোর প্রাণ ॥
পিউ পিউ পাপিয়া যে গায়
(মোর) হৃদয়ের শাখে শাখে,
ডাক দিয়ে বলে যেন মোরে
জয় কর তুমি তাকে।
যারে কভু দেখি নাই,
(তারে) মনে মনে কেন চাই,
তারি লাগি' কেন আজি মোর আঁখি দু'টি ম্রিয়মান ॥

[গান শেষ হইবার পর বছর বারো বয়সের একটি ছেলে বাগানে
প্রবেশ করিল। মালতীকে দেখিয়া পাশ
কাটাইবার চেষ্টা করিল; তার আগেই
মালতীর চোখে চোখ পড়িল।
ছেলেটির নাম কানু]

মালতী। কানু, এতক্ষণ কোথায় ছিলিরে?

কানু। পানা তুলতে গিছলুম যে।

মালতী। এঁ্যা! পানা তুলতে গিছলি, কেন? কে ব'লেছিল তোকে যেতে? উত্তর দিচ্ছিস্ না যে বড়, আর যাবি কখনো?

কানু। কমলদা যে আমায়—

মালতী। পচা পুকুরে নেমে পানার ধ্বংসযজ্ঞ করবার অর্ডার দিয়েই স'রে প'ড়লেন এই ত?

কানু। না, তিনি আমাদের সঙ্গে জলে নেমে পানা তুললেন যে।

মালতী। আমি তোকে কতদিন নিষেধ করেছি ও সমস্ত বাজে কাজে যাবিনা, তবুও—

কানু। রমাদি কেন তবে কমলদার সঙ্গে সমিতির সব কাজে এগিয়ে যায়?

মালতী। কেন যায় তা তোর রমাদিকে জিজ্ঞাসা করিস্। এসব বাজে কাজে হৈ হৈ ক'রে ঘুরে বেড়ান আমি মোটেই পচ্ছন্দ করিনা।

[কমল বাহির হইতে ডাকিল—'কানু'-'কানু']

কানু। ঐ আমায় কে ডাকছে না রাঙাদি, আমি যাই।

[প্রস্থান]

[কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া]

কানু। রাঙাদি, কমলদা আসছেন।

মালতী। আসুন না, তাতে হ'য়েছে কি।

[কমলের প্রবেশ। লম্বা চওড়া চেহারা; রং ফর্সা। পরিধানে খদ্দরের জামা কাপড়। আর মাথায় 'জয়-হিন্দ' টুপি]

কানু। দেখুন কমলদা, আজ আমার রাঙাদি আমার উপর বড্ড বেশী রেগে গেছে।

কমল। কেন রে?

মালতী। ওর কথা আর বলবেন না। যত বড় হচ্ছে, ওর দুষ্টুমী যেন দিন-দিন বেড়েই চলেছে।

কানু। বারে কখন আমি দুষ্টুমী করলাম্।

মালতী। পড়াশোনার নাম নেই, শুধু—

কানু। বেশ এই আমি চললাম। দিনরাত শুধু বই নিয়েই বসে থাকব। [মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল]

কমল। মালতী দেবী, কানু এমন কি অন্যায় ক'রেছে, যার জন্যে—

মালতী। আপনি তা বুঝবেন না।

কমল। কিছু না বুঝলেও এটুকু বুঝেছি, আপনি আমাদের এই 'সমিতি'কে সুনজরে দেখেন না। কানু আজ এতটা বেলা পর্য্যন্ত সমিতির কাজে আটকে ছিল বলে আপনি তার ওপর অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন। এতে যদি তার কিছু অন্যায় হ'য়ে থাকে, আমি তার হ'য়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

মালতী। কমলবাবু, আপনি আমায় এভাবে অপমান করছেন কেন?

কমল। এ অপমানের কথা নয়, এ শুধু আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের পথ, লক্ষ্য ও সাধনা—দেশের কল্যাণেরই কামনা।

মালতী। আপনি কি মনে করেন পানা তোলা, মাটি কেটে পথ ঘাট পরিষ্কার করা আর বনজঙ্গল কেটে ফেলার ভিতর দিয়ে দেশের স্বাধীনতা আসবে?

কমল। তা না এলেও কোন বড় কাজে হাত দেবার আগে ছোটর মধ্যে দিয়ে সুরু করতে হয়। যাক্ এ নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করবনা। কেননা আপনি এখানকার দু'দিনের অতিথি; আবার দু'দিন পরেই চলে যাবেন।

মালতী। না আমি আর রূপনগরকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

কমল আপনি ত' কলকাতার কোন একটা বিশিষ্ট কলেজে পড়তেন শুনেছি। তা হঠাৎ অর্দ্ধপথে ব্রতভঙ্গ করবেন

কেন? এ রূপনগরে এমন কি আছে, যা আপনাদের মত শিক্ষিতা নারীকে ভুলিয়ে রাখতে পারে?

মালতী। কি জানি, কেন আমার মন আর রূপনগরকে ছেড়ে যেতে চায় না। এর আকাশ, বাতাস, মাটি, জল, আলো, সবাই আমায় ভালবাসে। তাই এদের ছেড়ে যেতে কিছুতেই আমার মন চায় না।

কমল। আপনার ত' ভারী গাঁয়ের দিকে টান দেখছি।

মালতী। গাঁয়ে থাকার ইচ্ছায় গাঁয়ের প্রতি টান কোথায় দেখলেন বলুন ত'? আপনি গ্রামের মঙ্গলের জন্যে 'পল্লী মঙ্গল সমিতি' গঠন করেছেন; সুতরাং আপনারই বরং গ্রামের প্রতি সত্যিকারের টান আছে।

কমল। মালতী দেবী, যদি আপনি দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা একবার ভাবেন, তা হ'লে আপনিও বেশ বুঝতে পারবেন, দীর্ঘদিন পরাধীনতার নাগপাশে আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। কত অবিচার, কত অত্যাচারের কষাঘাত আমাদের সহ্য করতে হ'য়েছে ও এখনও হচ্ছে। আজ আমরা শত সহস্র বাধা বিপত্তি ঠেলে স্বাধীনতার প্রথম সোপানে পা বাড়িয়েছি। আমাদের আকাশ আজ আর অন্ধকারে আবৃত নয়; তার মধ্যে উষার আলোর সন্ধান পেয়েছি। তাই আজ আমাদের চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। যারা দেশের আসল মানুষ, যারা পরাধীনতার

তিক্ত আস্বাদ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি ক'রতে পেরেও মাথা তুলতে পারেনি, তাদের জাগাতে হবে। লুপ্ত স্মৃতি আবার তাদের চোখের সম্মুখে নূতন ক'রে ধরতে হবে। নূতন আলোকে নূতন পথের সন্ধান দিতে হবে।

মালতী। আপনার এই আদর্শের কাছে আমি মাথা নত করছি। তর্ক করে বড় হবার ইচ্ছা আর আমার নেই। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

কমল। মালতী দেবী, আপনি যে এত দুর্ব্বল তা আমি জানতাম না।

মালতী। না কমলবাবু, আমি বুঝতে পাচ্ছি আমি ভুল পথে চলেছি। চলতে গিয়ে যদি পথিক পথ হারিয়ে ফেলে, তাকে সোজা পথে নিয়ে যাবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

কমল। আপনি আমাদের পাশে দাঁড়াবেন ?

মালতী। ক্ষতি কি।

কমল। কিন্তু এ পথ যে সহজ ও সরল নয়। এতে যে কত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করতে হবে—না, আপনি তা সহ্য করতে পারবেন না।

মালতী। দেশের কাজ করব আমি। এতে কার কি বলবার থাকতে পারে, তা ত' আমি ভেবেই পাচ্ছি না কমল বাবু।

কমল। যাদের নিয়ে সংগ্রামের পথে নামব, তাদের অনেকেই যে এখন অন্ধকারের মধ্যে পড়ে আছে। তাই তারা আমাদের ভুল বুঝবে।

মালতী। না, এ ধারণা আপনার অমূলক।

কমল। আমি যে ভুক্তভোগী মালতী দেবী। একদিন আপনার মত আমারও এদের ওপর সরল বিশ্বাস ছিল।

মালতী। সে বিশ্বাস হারালেন কিসে?

কমল। কাজে নেমে; আপনি যাকে সামান্য মনে করেছেন, সেই পথেই নামতে গিয়ে কত কি যে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, তা যদি আপনি শোনেন আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবেন।

মালতী। বলুন কমলবাবু—

কমল। বছর কয়েক আগে, আমি যখন এই গ্রামে এলাম, দেখলাম সব পুকুরেই কমবেশী পানা জমে রয়েছে। দু' একটা পুকুরে সেই সব পানা পচতে সুরু হয়েছে। গ্রামের রাস্তাঘাটগুলো দেখে আমি আরও আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। কোথাও বা এক হাত উঁচু, আবার কোথাও বা দু' হাত নীচু। এরই উপর দিয়ে দিনের পর দিন মানুষ কি ভাবে যাতায়াত করছে, তা ভাবতেও আমার কষ্ট হ'ল। জন-কয়েক লোকের মুখে শুনলাম প্রায় প্রতি বৎসরই বর্ষায় দু'একজন হাত-পা ভেঙ্গে মরে।

মালতী। কি আশ্চর্য্য—তবুও এ দিকে কারুর লক্ষ্য নেই।

কমল। তারপর এর একটা প্রতিকার করবার জন্য সমাজের শীর্ষস্থান যাঁরা অধিকার ক'রে বসে আছেন, তাঁদের কাছে প্রথম অনুরোধ করি। অবজ্ঞার হাসি হেসে যখন তাঁরা আমায় বিদায় দিলেন, তখন সমাজ যাদের অভদ্র ব'লে এক পাশে ঠেলে রেখেছে তাদের মাঝেই আমি আমার আসন পাতলাম। তারা আমায় বন্ধু বলে স্বীকার করল; কাজ সুরু ক'রে দিলাম।...তারপর চারিদিক থেকে শুধু এই কথাই কাণে আসতে লাগল—আমাদের কাজ ছোট লোকের কাজ। সহকর্ম্মীরা চঞ্চল হ'য়ে উঠল! আমি তখন তাদের শুধু এই কথাটাই জানিয়ে দিলাম যে আমাদের কাজ ছোটলোকের কাজ হ'তে পারে; কিন্তু ছোট কাজ নয়। যারা লোকের ভাল করবে না, তার একজন ভাল করছে দেখলে ছোবল মারবার লোভও সামলাতে পারবে না—

[রমা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই কমল হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। রমার পরিধানে একটা কালাপাড় সাদা ধুতি। বয়স একুশের কাছাকাছি]

রমা। (কমলকে লক্ষ্য করিয়া) কখন এলেন?

কমল। এই খানিকটা আগে।

রমা। মালতীর কাছে কি লেক্‌চার দিচ্ছিলেন ?

কমল। আমাদের 'সমিতির' কথা বলছিলাম।

রমা। আপনি বোধ হয় জানেন না, মালতী আমাদের এই 'সমিতি'কে সুনজরে দেখে না।

কমল। তা হয় ত' হবে।

রমা। কেন বলুন ত ?

কমল। বোধ হয় নারী জাগরণের যে ব্রত গ্রহণ করেছেন, তার অগ্রগতির পথে আমাদের 'সমিতি' প্রতিবন্ধক—এই ভেবে।

মালতী। কে বলেছে আপনাকে এসব কথা। যেখানে যাই সেখানেই শুনতে পাই, নারী-জাগরণের পাণ্ডা আমি। কেন লেখাপড়া শিখে কি আমি চোর দায়ে ধরা পড়েছি। চারি পাশ থেকে আমার বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগের কারণ কি ? আপনারা আমায় এক পাশে ঠেলে রাখতে চান ; ভাবেন, দেশের কাজ করবার অধিকার শুধু আপনাদেরই আছে !

[দ্রুত প্রস্থান]

কমল। মালতীর অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে দেখছি।

রমা। ওটা বাইরের পরিবর্ত্তন—ভেতরকার নয় কমলবাবু।

কমল। তা হবে।

[পবন, উপেন, রবি ও যতীন-এর প্রবেশ। তাহাদের প্রত্যেককেই বিষণ্ণ দেখাইতেছিল]

পবন। বাবু আমাদের বাঁচান।

উপেন। মা আমাদের রক্ষা করুন।

কমল। কেন কি হ'য়েছে তোমাদের?

রবি। আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে বাবু—

যতীন। দেশের লোক আমাদের দিয়ে আর কোন কাজ করাবে না।

পবন। তাহ'লে আমরা কেমন করে বাঁচব।

রমা। আমি জানতাম এ রকম একটা কিছু ঘটবেই—

উপেন। আমরা আর এখানে থাকব না, সহরে চলে যাব।

কমল। এতটুকু বিপদ দেখেই, তোমরা তোমাদের ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছ।

পবন। পেটে মারলে কে আর চুপ করে থাকবে বাবু।

কমল। তোমাদের কোন ভয় নেই—আমি তোমাদের সব ব্যবস্থাই আগে থেকে ঠিক ক'রে রেখেছি। তোমাদের সাহায্যে আমি বাংলার অর্দ্ধমৃত কুটীর শিল্পকে আবার নূতন করে প্রাণ দেব। এই যন্ত্রযুগে—যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে সমানে পা ফেলে, অনেক কুটীর-শিল্প এখনো মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের এই নিজস্ব সম্পদ, আজ অনাদরে অবহেলায় নষ্ট হ'তে চলেছে। বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে

আমরা আজও হাজার হাজার শিল্পীকে খুঁজে পাব ; কিন্তু তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার লোক নেই বলেই, তারা আজ পঙ্গু হ'য়ে বসে আছে। ভাই সব, তোমরা আমায় বিশ্বাস কর, আমি আজ থেকে এই কাজের ভার নেব। তোমাদের সহরের বড় বড় মিল আর ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে যেতে হবে না। তোমাদের মত শিল্পীকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী হ'তে দেব না।

উপেন। দেশে থেকে যদি আমরা খেতে পরতে পাই, তাহ'লে কোথাও যাব না বাবু।

কমল। তোমাদের বাপ ঠাকুরদা নিজের নিজের জাত ব্যবসা করে সুখে জীবন কাটিয়ে গেছে, আর আজ তোমাদের এক মুঠো ভাতের জন্য গোলামের খাতায় নাম লেখাতে যেতে হবে না। আমি কাল থেকেই তোমাদের নিয়ে কাজ সুরু করব। তোমরা এখন যাও।

[রমা ও কমল ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

[বাড়ীর ভিতর হইতে ব্যস্তভাবে রাসবিহারী বাবুর প্রবেশ]

রাসবিহারী। খোকা—খোকা ফিরে এসেছিস ?

রমা। জ্যাঠামশায় !

রাসবিহারী। খোকা কই ? তার কণ্ঠস্বর যেন আমার স্পষ্ট কাণে এল। (রমাকে নিরুত্তর দেখিয়া) চুপ করে রইলে

কেন ? তবে কি খোকা আসেনি ?...না, সে আর ফিরে আসবে না। কত দিন আমি তাকে দেখি না, তবুও তার সেই মুখখানা সর্ব্বদাই যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে। স্বপ্নে তার মুখখানা মনে পড়ে যায়। 'খোকা'—'খোকা' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠি, ঘুম ভেঙে যায় ; বিছানার চারিদিক হাতড়াতে থাকি, তাকে খুঁজে পাই না। ...কমল, তোমায় দেখে যেন আমার বরাবরই কেমন একটা সন্দেহ জাগছে। বল, কি উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এখানে এসেছ ?

কমল। মানুষ কি ভাবে মানুষের মত বাঁচবে এই উদ্দেশ্যে।

রাসবিহারী। চলতে গিয়ে পথভ্রষ্ট হ'য়ে যে পথিক অন্ধকারের মধ্যে পথ হাতড়াতে থাকে, তাকে উদ্ধার করতে পার ?

কমল। নেশার ঘোরে যে নাবিক হাল ছেড়ে দিয়ে, নিশ্চিন্ত আরামে সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়ায়, তাকে তীরে ডেকে আনার চেষ্টা বৃথা ; যতক্ষণ না তার নেশা কাটে।

রাসবিহারী। তুমি মূর্খ, অপদার্থ।

রমা। জ্যাঠামশায়—!

রাসবিহারী। জমিদার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় দিনকে রাত করতে পারে, আর সামান্য একটা মানুষকে পৃথিবীর মধ্য থেকে খুঁজে বের করতে পারবে না। এতদিন পরের ওপর নির্ভর ক'রে মহাভুল করেছি।

কমল। আপনি ধৈর্য্যের প্রতীক। উত্তেজিত হওয়া আপনার পক্ষে অশোভনীয়। আপনার ডাক একদিন তার কাণে পৌঁছাবেই—পৌঁছাবে। তখন সে আর নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না।

রাসবিহারী। আর কত দিন আশায় বুক বেঁধে রাখব? হ্যাঁ, শোন জ্যোতি—

কমল। এঁ্যা! কি বলছেন আপনি?

রাসবিহারী। ওঃ, আমরাই ভুল হ'য়ে গেছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তোমার মুখ দেখলেই আমার জ্যোতির মুখখানা মনে পড়ে যায়।

রমা। জ্যোতি কে জ্যাঠামশায়?

রাসবিহারী। তুমি তাকে চিনবে না মা। জ্যোতির বাবা আর আমি একই সঙ্গে পড়াশুনা, খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে মানুষ হ'য়েছিলাম। ছোটবেলায় আমাদের বন্ধুত্ব অপরের ঈর্ষার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে দু'জনে প্রথম পৃথক হলাম। আমি রয়ে গেলাম এইখানে, আর সে চলে গেল বিদেশে সরকারী চাকুরী নিয়ে। তার পর আমাদের মুখের কথা ফুটে উঠল, চিঠির আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে। এক যুগ পরে তার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল; তখন তোমার বয়স খুবই অল্প মা।

তোমায় দেখে পুত্রবধূ ক'রে ঘরে রাখতে আমার কাছে পুরাণ' বন্ধুর দাবী নিয়ে দাঁড়াল।

রমা। জ্যাঠামশায়—

রাসবিহারী। কি জান মা, তোমার বাবা বাল্যবিবাহের সমর্থক ছিলেন না। তাই সে এ বিবাহে মত না দিয়ে চলে যায় রূপনগরকে ছেড়ে। যাবার সময় আমি তার হাতে ধরে বলেছিলাম, "ওরে একে ছেড়ে যার কাছেই যাস, আসিস্ মাঝে মাঝে এর বুকে। একে যেন একেবারে ভুলে যাস্নি।" সে পাগলটা কিছুতেই বুঝতে চাইত না যে এ তার পিতৃপুরুষের 'শান্তিকুঞ্জ'। তাই সে রূপনগরের বাইরের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার কথা একেবারে ভুলে গেল।

রমা। এসব কথা এখন থাক।

রাসবিহারী। আমি কিন্তু ঠিক আছি মা, এর মাটিকে বুকে আঁকড়ে। বাংলার শত শত গ্রাম আজ বনজঙ্গলে ছেয়ে গেছে, শূন্য গৃহগুলো তাদের মনিবকে হারিয়ে জরাজীর্ণ হ'য়ে পড়ে আছে ; আর ম্যালেরিয়া সযত্নে তার বুকে বাসা বেঁধে, নিজের বিজয় ঘোষণা ক'রে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। কেন তা জান মা ; এই পল্লীমাতা সবটুকু স্নেহ মমতা ঢেলে দিয়ে যাদের মানুষ করল, তারা যেই সহরের আব-হাওয়ায় মধ্যে ঢুকল, অমনি তারা ভাবতে শিখল পাড়াগাঁ

মানুষকে অমানুষ ক'রে তোলে। তাই তারা পাড়াগাঁয়ে বাস করাটা নিজেদের অপমান মনে করল। ওঃ, কি বলতে বলতে কোথায় চলে এসেছি। কি জান মা, যখনি আমি কিছু বলতে যাই, আমার মনের কোণে যে সমস্ত পুরাণ' কথা জমাট বেঁধে ছিল সবগুলো একই সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে—

[ভিতর হইতে মালতী ডাকিল—'বাবা']

ঐ আবার মালতী ডাকছে। দু'দণ্ড যে মনখুলে কথা বলব তারও সময় নেই। কমল, তুমি আর একদিন এস; আমি তোমার সঙ্গে সমিতির সব কথা আলোচনা করব। আচ্ছা, এখন আমি চললাম।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান]

কমল। সমরবাবু কতদিন হ'ল নিরুদ্দেশ হয়েছেন?

রমা। নিরুদ্দেশ ঠিক নয়।

কমল। তার মানে—

রমা। কি বলব কমলবাবু, সমরদা যে এমন কেলেঙ্কারী করবে তা কোনদিন ভাবতে পারি না।

(কমল রমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)

থাক ওসব কথা, অন্য একদিন বলব।

কমল। আমি আর একদিন এ প্রশ্ন তুলেছিলাম; কিন্তু কেন আপনি এ কথা এড়িয়ে চলতে চান বলুন ত?

রমা। বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে যে নিরুদ্দেশের নাম করে লুকিয়ে থাকে, তার পরিচয় দিতে, তার কথা মুখে আনতে লজ্জায় আমার নিজেরই মাথা নুয়ে পড়ছে।

কমল। বন্ধু? কে সে বন্ধু, তা কি কিছু জানেন?

[বাহিরে জনকতক লোকের কোলাহল শুনা গেল]

ওকি, বাইরে অত গোলমাল কিসের রমা দেবী!

রমা। জনকতক লোক এদিকে আসছে।

[নন্দ, শ্যাম ও মুরারীর প্রবেশ]

নন্দ। এই যে আপনি এখানেই আছেন।

শ্যাম। আমরা আপনার কাছে এসেছি।

মুরারী। আপনাকে আমাদের অনেক কিছু বলবার আছে।

কমল। রমা দেবী, আপনি একটু ভেতরে যান, আমি এদের কথাগুলো শুনব।

[রমার প্রস্থান]

শ্যাম। (নন্দকে লক্ষ্য করিয়া) দেখ ভাই, আমার পুকুরে মাছের ডিম ফোটাবার জন্যে পানা ফেলে রেখেছি। যত সব

ছোট লোকের দল এসে আমায় বললে কি না, পানা তুলতেই হবে। জোর জবরদস্তি। মানে কথা, বলে কি না ব্যারামে মরব। যতসব অলক্ষুণে কথা। বাবা এতকাল ত' কাটালাম, ব্যারাম কাকে বলে জানলুম নি। তবে মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়ায় ভুগি। তাও আবার, মানে কথা, নাইতে খেতে সেরে যায়।

নন্দ। বুঝলে কি না, ওই নিয়ে আমার মধু খুড়োর সঙ্গে হাতাহাতি হ'তে যায় আর কি!

মুরারী। কেন কি হয়েছিল?

নন্দ। আমার পুকুরে যদি পোনা ফেলে রাখি, পচাই, সেই পুকুরের জল খাই—নাই; এক কথায় যা খুসি তাই করি, তোমার কিছু আইনতঃ বলবার অধিকার আছে?

শ্যাম। না।

নন্দ। বুঝলে কি না, বড় পুকুরের পাশের পুকুরটায়—যেটা আমার সিকি ভাগ।

মুরারী। হ্যাঁ।

নন্দ। তুমি ত' সবই জান ভায়া, বছর দশেক আগে পানা তুলতে গিয়ে কি রকম হাঙ্গামা হ'য়েছিল। হ'ক না সিকি ভাগ, তবুও ভাগের ভাগী ত'।

শ্যাম। মানে কথা, 'সমিতি'র ছোঁড়াগুলো জোর করে পানা তুলে দিয়েছে এই ত?

নন্দ। বুঝলে কি না, পানা তোলা হ'তেই খুড়ো জাল ফেলে যত ইচ্ছে মাছ ধরতে লাগল। তারপর সে তোমায় বলব কি···—

মুরারী। (কমলকে লক্ষ্য করিয়া) আচ্ছা, আপনি আমাদের মধ্যে কেন গৃহ বিবাদ বাধাচ্ছেন বলুন ত? তা ছাড়া, আপনি যে জোর করে বুড়ো বুড়ো লোকেদের ধরে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন কেন? তারা কি জজ ম্যাজিস্‌ট্রেট হ'য়ে জুতো পায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াবে?

নন্দ। বেটারা বড্ড বেশী তিলিয়েছে। এইবার সব ঠাণ্ডা ক'রে দেব। আজ থেকে পাশের গ্রামের লোকদের ডেকে এনে কাজ করাব—ওদের দিয়ে কোন কাজ করাব না একথা জানিয়ে দিয়েছি। দেখি, কত দূরের জল কত দূর গড়ায়।

মুরারী। তা ছাড়া গ্রামের মধ্যে এই যে আপনি কেলেঙ্কারী করছেন, তাতে যে আমরা লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারিনি।

[রাসবিহারী বাবুর পুনঃ প্রবেশ]

রাসবিহারী। কি চাও তোমরা?

নন্দ। হুজুর, বুঝলেন কি না, আমরা আপনার কাছে এসেছি।

রাসবিহারী। তা ত' দেখতেই পাচ্ছি।

শ্যাম। মানে কথা, আমাদের একটা নিবেদন আছে।

রাসবিহারী। কিসের নিবেদন ?

মুরারী। জানেন ত' বড় বাবু, এই কমলবাবু কি একটা 'সমিতি' গঠন করেছে।

রাসবিহারী। হ্যাঁ, তা জানি।

মুরারী। ছোটলোকদের দলের পাণ্ডা সেজে আমাদের বিরুদ্ধে—

রাসবিহারী। কিছু অন্যায় ক'রেছে বলে ত' জানি না ; বরং জানি, কমল যা করছে তা সকলকারই সুবিধার জন্য।

নন্দ। তা ত' বুঝলাম বড়বাবু. তবে বুঝলেন কি না......।

রাসবিহারী। বল কি বলতে চাও।

শ্যাম। মানে কথা ছোটলোকদের জন্যে একটা ইস্কুল করেছে তা কি জানেন ?

রাসবিহারী। হ্যাঁ, জানি।

মুরারী। তবে এটুকু জানেন না যে রমা মা গোপনে গোপনে—

শ্যাম। গোপনে কেন, মানে কথা প্রকাশ্যেই কমল বাবুকে—

রাসবিহারী। সাহায্য করছে আমি তাও জানি। বল কি হয়েছে তাতে ?

নন্দ। হয়না কিছু। তবে বুঝলেন কিনা, সমাজ আছে ত'।

রাসবিহারী। সমাজ যে নেই তা ত' আমি কোন দিন বলি না।

মুরারী। একে সমাজের ভাঙ্গন ধরেছে তার ওপর এই সব।

রাসবিহারী। এ সব মানে। স্পষ্ট করে বল—কি বলতে চাও।

শ্যাম। হুজুর, আমরা কিছু বলতে চাই না। মানে কথা, পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে এই যা।

রাসবিহারী। আর সেই পাঁচজনের মধ্যেই আপনি একজন।

শ্যাম। না বড় বাবু, আপনি আমায় সে রকম ভাববেন না।

নন্দ। তবে বুঝলেন কি না, গ্রামের লোকের সাধারণ মনোভাব আপনার নিকট নিবেদন করলাম।

রাসবিহারী। আর যদি তোমাদের বলবার কিছু না থাকে, এখন আসতে পার।

শ্যাম। না, বলবার আর আমাদের কিছু নেই। মানে কথা, আমাদের কথাটা একবার ভেবে দেখবেন। চল হে নন্দ—

নন্দ। এস মুরারী—

[নন্দ, শ্যাম ও মুরারীর প্রস্থান]

[রাসবিহারীবাবু রমা ও কমলের দিকে একবার চাহিলেন, কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, আবার কি ভাবিয়া চুপ করিয়া গেলেন; তারপর ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন]

কমল। রমা দেবী—এইবার আমায় বিদায় দিন।

রমা। কমল বাবু—

কমল। মিছে আর আমায় ধরে রাখবার চেষ্টা ক'রবেননা। আমি আর এখানে একদণ্ডও থাকতে পারবো না—আমাকে যেতেই হবে।

রমা। সেকি! কোথায় যাবেন?

কমল। জানি না।

রমা। একটা সমান্য খেয়ালের বসে যদি ভুল করে বসেন, তা হ'লে আপনার এই 'সমিতি,' কুটীর-শিল্পের এই আয়োজন সব যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কমল। আপনি ত' রইলেন রমা দেবী।

রমা। আমাদের কাজে নামিয়ে, গরীব ভাই-বোনদের যমের মুখে ঠেলে দিয়ে কোথায় যাবেন? যদি চলেই যাবেন, তবে কেন এসেছিলেন এদের মাঝে। এরা ত' বেশ অন্ধকারে প'ড়েছিল। কেন তবে এদের আলোর সন্ধান দিলেন?

(রমার চোখ ছল ছল করিতেছিল)

কমল। রমা দেবী, বলতে পারেন যাদের জন্যে আমি এই সব করছি তারা যদি আমায় না চায়, তবে কি জন্যে, কাদের জন্যে এই সব করব?

রমা। জানি গ্রামের একদল লোক আপনাকে বিদায় করতে বদ্ধপরিকর; কিন্তু এও জানি আর একদল লোক আপনাকে মাথায় ক'রে রাখতে সচেষ্ট।

কমল। একদল লোকের অপ্রিয় হ'য়ে, এখানে থাকতে চাই না বলেই ত' বিদায় দেবার আগেই বিদায় নিয়ে যেতে চাই।

রমা। আপনি এখন যেতে পাবেন না।

কমল। কেন?

রমা। সুবিধাবাদীর দল ভাবে আপনি ভীরু, কাপুরুষ।

কমল। যে যা খুসী ভাবুক, তাতে আপনারই বা কি, আব আমারই বা কি?

রমা। আপনার অপমান আমি সহ্য করতে পারব না।

কমল। না, বরং বলুন আপনার কর্ত্তব্য করতে পারবেন না।

রমা। এইবার আমাদের কঠোব পবীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হবে; তাই আমি ভয় পাচ্ছি, আপনি যদি না থাকেন তাহলে আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে না।

কমল। আপনাব মনের মধ্যে ভাঙ্গন ধরেছে দেখছি।

রমা। না কমলবাবু—এ আমাব সত্যিকার মনের কথা। বলুন, আপনি যাবেন না?

(দু'চোখ জলে ভরিয়া গেল)

কমল। বেশ, কথা দিচ্ছি এখানকার কাজ শেষ না হবার আগে আমি যাব না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময়—দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি

[রামরূপনগরে 'মহামায়া দাতব্য চিকিৎসালয়'-এর একটি কক্ষ। ডাক্তার মুখার্জ্জী কি একটি solution তৈরী করিতেছিল। ভারতী নার্সের পোষাকে প্রবেশ করিল।]

ভারতী। আপনার কাজ কি এখনও শেষ হ'ল না?

ডাঃ মুখার্জ্জী। কেন বলত?

ভারতী। সারাদিন এত কঠোর পরিশ্রম ক'রলে, শরীর ক'দিন টেকবে?

ডাঃ মুখার্জ্জী। যে কটা দিন যায়। ভারতী, আমি এই **solution** আবিষ্কার ক'রবই; এর নাম কি হবে জান? **O. K. Solution.** এতে আমি মানুষকে অমর ক'রে রাখব!

ভারতী। এখন উপস্থিত যে রোগীগুলো আপনার হাতে আছে, তাদের বাঁচান। তারপর—

ডাঃ মুখার্জ্জী। এই ক' বছরে ডাক্তারী সম্বন্ধে তুমি আমার কাছ থেকে যেটুকু শিখেছ, তাকি কিছুই নয়?

ভারতী। আমার ওপর এমনি ক'রে সব ছেড়ে দিলে, আমি সব দিক কেমন ক'রে সামলাব?

ডাঃ মুখার্জ্জী। কাজ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে; বুঝতে পাচ্ছি তোমার খুব অসুবিধে হ'চ্ছে, কিন্তু এই পাড়াগাঁয়ে আমি কী ব্যবস্থা ক'রতে পারি?

ভারতী। আমার সন্ধানে একটি ভাল মেয়ে আছে। সে মাঝে মাঝে এখানে আসে, দু'একটা কাজও ক'রে যায়।

ডাঃ মুখার্জ্জী। বেশ, কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে ব'ল।

ভারতী। না, ডাক্তার মুখার্জ্জীর ওপর আমার বিশ্বাস নেই।

ডাঃ মুখার্জ্জী। তুমি আমায় আজও সন্দেহ কর?

ভারতী। হ্যাঁ করি; কারণ আমি জানি সবাই ভারতী নয়। আজ আপনার কাছ থেকে শুধু এই permissionটুকু চাইছি, আমি যাকে রাখব, তার ওপর কথা বলবার আপনার কোন অধিকার থাকবে না। সে থাকবে সম্পূর্ণ আমার তত্ত্বাবধানে, আমারই assistant হ'যে।

ডাঃ মুখার্জ্জী। বেশ, তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর। ...হ্যাঁ, আজ আর কোন নূতন পেসান্ট ভর্ত্তি হ'ল?

ভারতী। না।

ডাঃ মুখার্জ্জী। অমর কেমন আছে?

ভারতী। সে ত' ভাল হ'য়ে গেছে। কাল তাকে ছুটি দেব।

ডাঃ মুখার্জ্জী। না, সে থাক এখানে।

ভারতী। ভাল ছেলেকে হাঁসপাতালে রাখার উদ্দেশ্য?

ডাঃ মুখার্জ্জী। উদ্দেশ্য কিছু নেই। তবে ছেলেটিকে আমার বড় ভাল লাগে।

ভারতী। আচ্ছা, এখন আমি চললাম। হাতে অনেক কাজ আছে।

[প্রস্থান]

[একটি বৃদ্ধ চাষার প্রবেশ। নাম হরি]

হরি। বাবু, আমার ছেলে কেমন আছে?

ডাঃ মুখার্জ্জী। তোমার ছেলে ভাল হ'য়ে এসেছে। কে তোমার ছেলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, তাত' বললে না?

হরি। কি আর ব'লব বাবু। আমরা নায়েব, গোমস্তার অত্যাচারে আধমরা হ'য়ে আছি।

ডাঃ মুখার্জ্জী। তোমাদের ওপর অত্যাচার করবার জন্যেই কি, জমিদার বাবু তাদের মাইনে দিয়ে রেখেছেন?

হরি। আমরা গরীব চাষী, চাষবাস করেই খাই। দেখছো ত' এ দু' সন ফসল মোটে হ'ল না। যে পয়সা ছড়ালাম, তার মুখ দেখতে পেলুম নি। খেতেই পাইনি, তা খাজনা দেব কোথা থেকে বলতে পার বাবু?

ডাঃ মুখার্জ্জী। কতদিনের খাজনা বাকি আছে?

হরি। দু' সনের বাবু। এতেই জমিদারের লোক আমার ডাঙ্গায় যে কটা রবি-ফসল হ'য়েছিল, এসেছিল তা লুঠতে।

হাতে-পায়ে ধ'রে দুঃখের কথা জানালুম ; কেউ শুনল না।
জোর ক'রে নিয়ে গেল।

ডাঃ মুখার্জ্জী। তোমরা কিছু বললে না? পাড়ায় লোক
ছিল না?

হরি। সবাই ছিল বাবু, কিন্তু গরীবের বিপদে মাথা দেবার
মত কেউ ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত আমি আর থাকতে পারলুম
না। লাঠি ধ'রলুম—বাপ-বেটা একসঙ্গে ; কিন্তু পারলুম
না রুখতে। তারপর ত' আপনি সবই জান বাবু।

ডাঃ মুখার্জ্জী। নায়েব গোমস্তা যে তোমাদের ওপর অত্যাচার
করছে, জমিদার এ সব কিছু দেখেন না?

হরি। গরীবকে দেখবার লোক কেউ নেই বাবু। জমিদার
বাবু বছরের পর বছর খাজনা পেয়ে যাচ্ছে ; কিন্তু কত
জোর-জুলুম ক'রে যে গরীব প্রজার কাছ থেকে খাজনা
আদায় করা হ'চ্ছে, তা যদি বুঝতো—

ডাঃ মুখার্জ্জী। গ্রামের পশ্চিমে পাঁচশ' বিঘে জুড়ে যে মাঠটা
প'ড়ে আছে, কোন দিন ত' ওতে ফসল হ'তে দেখি না।
অনাবৃষ্টি আর না হয় অতিবৃষ্টিতে ফসল হয় নষ্ট। একটা
যদি ভাল খাল থাকত, তা হ'লে কিছুটা ফসল হ'ত।
তোমাদের অভাব অভিযোগের কথা, কেন তোমরা
জমিদারের কাছে গিয়ে সামনাসামনি বলনি?

হরি। নায়েব বাবুর চোখে ধূলো দিয়ে, কোন কাজ করবার কি

উপায় আছে ? তা ছাড়া শুনতে পাই, জমিদার মশায়ের নাকি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।

ডাঃ মুখাৰ্জ্জী। কেন ?

হরি। বছর কয়েক আগে তাঁর একটিমাত্র ছেলে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়। সেই থেকেই তিনি যেন কেমন...।

ডাঃ মুখাৰ্জ্জী। কোথা যায়, কেন যায়, তা কি কিছু জান ?

হরি। অনেকে ত' অনেক কথা বলে ; কিন্তু আমি বিশ্বাস ক'রিনি যে অত বড় লোকের ছেলে হ'য়ে, অমন কাজ করবে।

ডাঃ মুখাৰ্জ্জী। কি করেছে ?

[অমরের প্রবেশ। বয়স বছর দশেক।]

অমর। ডাক্তার বাবু আমি ভাল হ'য়ে গেছি ; বাড়ী যাব।

ডাঃ মুখাৰ্জ্জী। এখানে থাকতে আর তোমার ভাল লাগছেনা, না ? হরি, তুমি এখন যাও ; তোমার ছেলেকে দেখে এসগে। [হরির প্রস্থান]

অমর, তোমার আর কে আছে ?

অমর। সবাই আছে।

ডাঃ মুখাৰ্জ্জী। তোমার বাবা ?

অমর। মা বলে—বাবা বড় ডাক্তার। মরা মানুষ বাঁচাতে

পারে। আমি বড় হ'য়ে লেখাপড়া শিখে, তার কাছে যাব।

ডাঃ মুখার্জ্জী। তোমার বাবার নাম কি বলতে পার ?

অমর। না, মাকে জিজ্ঞেস ক'রে ব'লব। ঐ ত' বিজয় দা আসছেন, জিজ্ঞেস করুন না।

[বিজয়ের প্রবেশ। ডাঃ মুখার্জ্জীর পরিচিত স্থানীয় স্কুল-মাষ্টার।]

ডাঃ মুখার্জ্জী। এস বিজয়, তোমার যে ভাই আজকাল দেখাই পাই না। সেই যে অমরকে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে গেলে, তারপর—

বিজয়। নানা কাজে আসতে পারি না।

অমর। বিজয় দা, আমার বাবার নাম কি ?

বিজয়। কেন রে ?

অমর। ডাক্তার বাবু—

ডাঃ মুখার্জ্জী। আমি ব'লছিলাম কি, অমরের বাবা নাকি একজন বড় ডাক্তার ?

অমর। হ্যাঁ, আপনার চেয়েও বড়।

বিজয়। অমর, কাকে কি বলছ ?

ডাঃ মুখার্জ্জী। ও ঠিই বলেছে বিজয়। যার নিজস্ব আবিষ্কার ব'লে কিছুই নেই, সে আবার কিসের ডাক্তার।

বিজয়। যিনি পল্লীর গরীব ভাই-বোনদের সেবা করবার জন্য "মহামায়া দাতব্য চিকিৎসালয়" গঠন ক'রেছেন, তাঁর সঙ্গে সাধারণ মানুষের তুলনা হয় না অমর। অর্থের মোহ, নাম ও যশের আকাঙ্ক্ষা যাঁকে স্পর্শ ক'রতে পারেনি, সেই আদর্শ পুরুষকে ছোট করবার চেষ্টা ক'র না।

ডাঃ মুখার্জ্জী। অমরের কাছে এ সমস্ত বড় বড় কথা ব'লে, কি লাভ হ'ল ব'লতে পার? ও হয়ত' আমাকে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ভেবে, আমার কাছে আসতেই সাহস পাবে না। ... অমর, তুমি এখন যাও।

[অমর চলিয়া গেল]

বিজয়, তুমি ত' আমার হাঁসপাতালের নিয়ম সবই জান ভাই। তাই—

বিজয়। দেখুন, আপনাকে সব কথা খুলে বলা দরকার। বছর দশেক আগে আমি অমরের মাকে, আমাদের এই গ্রামেরই একটা পুকুরে ডুবে ম'রতে দেখেছিলাম। আমি আত্মহত্যার হাত থেকে তাকে বাঁচাই। তারপর জানতে পারি, মেয়েটি pregnant; কি যে ক'রব কিছুই ঠিক ক'রতে পারলাম না। একটা অপরিচিত মেয়েকে আশ্রয় দিতে, বাবা প্রথমে কিছুতেই রাজী হ'লেন না। তারপর কি জানি কেন অমরের মাকে দেখবার পরেই, তাঁর মনের

মধ্যে যেটুকু সন্দেহ তোলপাড় ক'রছিল, মুহূর্ত্তে যেন কোন যাদুকরের মন্ত্রে সব মুছে গেল। অমরের মা-এর হাত ধ'রে 'কন্যা' সম্বোধন ক'রে ঘরে তুলে নিলেন।

ডাঃ মুখার্জ্জী। আপনার বাবাকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি ; তবু তাঁর এই মহানুভবতার জন্য, ভগবানের কাছে তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

বিজয়। তারপর বছরের পর বছর কেটে চলল। অমরকে আমাদেরই একজন ভেবেছিলাম। তাই তার কোন নূতন ক'রে পরিচয় জানবার কৌতূহল জাগেনি। আপনার যদি সন্দেহ হয়—

ডাঃ মুখার্জ্জী। না থাক, আর পরিচয়ের দরকার নেই।

বিজয়। না ডাক্তার মুখার্জ্জী, আমার জন্যে হাঁসপাতালের নিয়ম ভঙ্গ হ'তে দেব না। অমরের মা অমরকে কিছুতেই এখানে আনতে দিচ্ছিল না। আমিই এক রকম জোর ক'রে—না থাক্। আমি যেমন ক'রে পারি, আপনাকে সব খবরই জানাব—তার বাবার সন্ধান আপনাকে দেব। [চলিয়া গেল]

[রামপুরের নায়েব প্রবেশ করিল। চেহারা মোটা-সোটা,
গায়ের রঙ কালো, মাথার চুলের রঙ
সাদা ও কালোয় মেশানো]

ডাঃ মুখার্জ্জী। নায়েব মশায় যে, তা হঠাৎ এ দীন ভবনে পদার্পণের কারণ?

নায়েব। আপনার বিরুদ্ধে আমার কাছে কতকগুলো রিপোর্ট গেছে।

ডাঃ মুখার্জ্জী। তাই তার তদন্ত ক'রতে বেরিয়েছেন বুঝি?

নায়েব। আমার আমলে প্রজা এতটুকু দুঃখ কষ্ট পায় না। তারা আমাকে যেমন প্রীতির চোখে দেখে এসেছে, আমিও তেমনি তাদের স্নেহের চোখেই দেখে আসছি।

ডাঃ মুখার্জ্জী। না, আপনার এ কথা আমি মেনে নেবো না। এই মাত্র হরি এসেছিল; আপনি তার ক্ষেতের ফসল নষ্ট ক'রেছেন। তার ছেলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছেন। মাথার ঘা এখনও শুকোয় নি। বলুন, এই কি আপনার প্রজা-প্রীতি?

নায়েব। দুষ্টুকে দমন না ক'রলে শান্তি আসে না।

ডাঃ মুখার্জ্জী। তাহ'লে আপনারই প্রথম শাস্তি হওয়া উচিত।

নায়েব। ডাক্তার, ভুলে যাচ্ছেন যে আমি আর আপনি এক নই।

ডাঃ মুখার্জ্জী। আপনি জমিদারের অগণ্য গোলামের মধ্যে এক জন কুখ্যাত গোলাম। গোলামী-ই আপনার একমাত্র উদরান্ন সংস্থানের পথ। তাই আমার সঙ্গে আপনার কতখানি পার্থক্য তা জানি ব'লেই, আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, যে অত্যাচার আপনি রামপুরের বুকের ওপর অবাধে চালিয়ে এসেছেন, এখন সে পথ থেকে সরে দাঁড়ান।

নায়েব। আপনি আমায় চোখ রাঙিয়ে কর্ত্তব্য দেখাতে এসেছেন? আপনি-ই আপনার পথ বেছে নিন। নইলে বিপদ অনিবার্য্য।

ডাঃ মুখার্জ্জী। বিপদে আমি ভয় পাই না। কারণ আমি জানি. সব মানুষ সমান নয়। দেবতাকে কেউবা প্রণাম করে, আবার কেউ পায়ে ঠেলে চ'লে যায়। আমার আদর্শই এই দেবতা। নরকের মধ্যে থাকলেও দেবতা—'দেবতা'ই থাকে; তার রূপ বদলায় না, কলুষিত হয় না। সকল দেশেই সকল যুগে একদল মানুষ বেঁচে থাকে. সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ক'রতে; কিন্তু সত্যের জয় কেউ রোধ ক'রতে পারে না আজ পর্য্যন্ত। তাই আমার বিশ্বাস, আপনারা যত চেষ্টাই করুন না কেন, আমাদের এই আদর্শকে ভেঙে চুরে পথের ধূলোর সঙ্গে মেশাতে, আপনারা কোন দিন সাফল্য লাভ ক'রতে পারবেন না। বরং সেই আঘাতে আমাদের পথ আরও সহজ, সরল ও সুন্দর হ'য়ে উঠবে।

নায়েব। আপনার এই সমস্ত স্তোকবাক্যে ভুলবে গ্রামের অজ্ঞ মূর্খের দল; আমরা নই। আপনি দেশের সর্ব্বনাশ ক'রছেন। এই গ্রামের সাধন কবিরাজ এতদিন কবিরাজী ক'রে খেতেন। আর আজ আপনি এখানে হাঁসপাতাল তৈরী ক'রে, তার রোজগারের সমস্ত পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

ডাঃ মুখাৰ্জ্জী। মিথ্যা কথা। আমি হাঁসপাতাল করেছি, শুধু তাদের জন্মে—যারা পয়সার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, নতুবা সাধন কবিরাজের মত কবিরাজকে দেখাতে হ'লে আপনার কাছে ঘরবাড়ী বন্ধক রাখতে হয়। ...তা ছাড়া আপনার এই সাধন কবিরাজ কি জানে বলুন ত? আধুনিক সভ্য জগতে মানুষকে বাঁচাবার কত কি যে ওষুধ আবিষ্কার হ'য়েছে, যারা তার নাম পর্য্যন্ত শোনে নি ; শুধু মান্ধাতা আমলের গোটা কয়েক বড়ি ও গাছের শিকড়ই যাদের সম্বল ; তারাই মানুষের শত্রু। তাদের হাতে লক্ষ লক্ষ লোক বছরের পর বছর মারা যাচ্ছে, তবুও তারা দেশের মানুষকে বাঁচাবার ছলে সমাজের বুক চিরে, গরীবের রক্ত শুষে অন্যায় ভাবে টাকা আদায় ক'রে, জ্যান্ত লোকগুলোকে জোর ক'রে মারছে।

নায়েব। কিন্তু এই গাছ-গাছড়া থেকে ওষুধই, আদিম-কাল থেকে মুনি-ঋষিরা ব্যবহার ক'রে এসেছেন, আর আজ আমাদের দেশের কবিরাজেরা তাঁদের সেই পথ অবলম্বন ক'রে চ'লেছেন। এর বিরুদ্ধে যে দাঁড়াবে সে দেশের বন্ধু নয়—শত্রু।

ডাঃ মুখাৰ্জ্জী। যিনি কবিরাজ তাঁকে আমি মানব ; কিন্তু ক'জন লোক জানে কবিরাজী—যারা নিজেদের কবিরাজ ব'লে পরিচয় দেয়।

নায়েব। শুনুন, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে না চান, আমি কালই অর্ডার দেব এখান থেকে হাঁসপাতাল উঠিয়ে নেবার।

ডাঃ মুখার্জ্জী। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) আপনার ক্ষমতা আছে দেখছি।

নায়েব। আপনি কি মনে করেন যে আপনার উপহাস আমি বুঝতে পারিনি ?

ডাঃ মুখার্জ্জী। ধন্যবাদ। শুনে সুখী হলাম যে আপনি অপমানের ভাষা বুঝতে শিখেছেন।

নায়েব। ভুলে যাচ্ছেন যে আপনি গোখরো সাপের মুখে হাত দিতে যাচ্ছেন।

ডাঃ মুখার্জ্জী। বরাবর জাত-সাপ নিয়ে খেলা করেছি কি না, তাই গোখরো সাপ দেখে হাত বাড়াবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

নায়েব। আপনি চরম শাস্তির জন্য প্রস্তুত হ'ন।

[হঠাৎ একটি পাগল প্রবেশ করিল]

পাগল। হাঃ—হাঃ—হাঃ। তোমরা ভেবেছ, আমায় চিরদিন ঘরের মধ্যে বন্ধ ক'রে রাখবে। না পারবে না—

ডাঃ মুখার্জ্জী। একি, পাগলকে কে ছেড়ে দিলে ? ভারতী—

[ভারতীর প্রবেশ]

ভারতী। আমি জানি না ডাক্তার মুখার্জ্জী।

ডাঃ মুখার্জ্জী। নিয়ে যাও এখান থেকে।

পাগল। না, আমি যাব না। তোমরা সব বদমাস্—গুণ্ডার দল। শুধু শুধু আমায় বেঁধে রেখেছ। কি ক'রেছি আমি? ...এক দিন আমার সব ছিল—আজ আর কিছু নেই।

ডাঃমুখার্জ্জী। কে ছিল তোমার?

পাগল। জান না? বদমাস্—আমার বৌ, মেয়ে সব ছিল—এক রাত্তিরে সব চ'লে গেল। আমি শুধু প'ড়ে র'ইলুম। তারপর—

ডাঃ মুখার্জ্জী। (নায়েবকে লক্ষ্য করিয়া) আপনি একে চেনেন?

নায়েব। না।

ডাঃ মুখার্জ্জী। এর বিষয় সম্পত্তি আপনি নীলেমে কেনেন নি?

নায়েব। হ্যাঁ, ওর বিষয় আমি কিনে নিয়েছি।

ডাঃ মুখার্জ্জী। কিনেছেন দাম দিয়ে, তা জানি। তবে এটুকু বুঝতে পাচ্ছি না, যার বিষয় আপনি কিনলেন, তার মালিককে চিনতে পারছেন না কেন?

নায়েব। আপনি দেখছি সাদা জল ঘোলা করতে চান।

ডাঃ মুখার্জ্জী। আপনারই জন্য এই লোকটার আজ এই দুরবস্থা।

পাগল। হাঃ—হাঃ—হাঃ। পাগল—তোমরা সবাই পাগল,

তাই তোমরা আমায় পাগল মনে করে এখানে ধ'রে রেখেছ। (নায়েবকে দেখিয়া) ওঃ, তুমি আবার এখানে এসেছ, কেন? আর কি চাই—টাকা, পয়সা, জমি, জায়গা যা ছিল সবই ত' নিয়েছ—উঃ, আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না; ভাবতে পাচ্ছি না। আমাকে নিয়ে চল। আমি আর এখানে একদণ্ডও থাকতে পারব না।

[ভারতী পাগলকে লইয়া চলিয়া গেল।]

ডাঃ মুখার্জ্জী। (নায়েবকে যাইতে দেখিয়া) দাঁড়ান। আজই আপনার সঙ্গে আমি শেষ বোঝাপড়া ক'রতে চাই।

নায়েব। পাগলের প্রলাপ আর দুর্ব্বলের চোখ রাঙানি দেখে ভয় পাবার মানুষ আমি নই।

ডাঃ মুখার্জ্জী। তাই নাকি! এখন আপনি আমার এলাকার মধ্যে আছেন, এ কথা ভুলে যাবেন না। আমি যা বলব তা আপনাকে ক'রতে হবে। আপনার হাত-টা আমার দিকে বাড়িয়ে দিন।

নায়েব। কেন?

ডাঃ মুখার্জ্জী। আমি injection করব।

নায়েব। আমায়?

ডাঃ মুখার্জ্জী। হ্যাঁ। এই injection-ই আপনাকে পাগল ক'রে দেবে।

নায়েব। ওঃ, আপনি আমার ওপর এই ভাবে প্রতিশোধ নিতে চান; কিন্তু এতে আপনার কি লাভ হবে?

ডাঃ মুখার্জ্জী। মানুষের ওপর আপনি অনেক অত্যাচার ক'রেছেন, তাই তার একটু শাস্তি হওয়া দরকার।

নায়েব। আপনার মন এত ছোট জেনেই, আমি একা আসিনা আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

ডাঃ মুখার্জ্জী। সঙ্গে গুণ্ডার দলও আছে তাহ'লে ?

নায়েব। প্রমাণ চান ?

[একটি যুবক হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিল]

যুবক। ডাক্তার বাবু, আমার স্ত্রীর—

(নায়েবের দিকে লক্ষ্য পড়িতেই চুপ করিয়া গেল)

ডাঃ মুখার্জ্জী। কি হ'য়েছে বল ? মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে র'ইলে কেন ?

যুবক। না ডাক্তার বাবু, তেমন কিছু হয়নি।

ডাঃ মুখার্জ্জী। তোমার কোন ভয় নেই ; বল, যা ব'লতে এসেছ ?

(যুবকটি নায়েবের দিকে তাকাইল, তারপর চুপ করিয়া দাঁড়াইল, ডাঃ মুখার্জ্জী তাহা লক্ষ্য করিল।)

ডাঃ মুখার্জ্জী। (নায়েবকে লক্ষ্য করিয়া) চমৎকার, চমৎকার মানুষ আপনি। চমৎকার আপনার প্রজা-প্রীতি। একটা যুবক সরল মনে তার দুঃখের কথা জানাতে এসে—শুধু আপনাকে দেখে, আপনার কথা মনে ক'রে নিজের কথা ভুলে গেল ;

সাহস হারিয়ে ফেলল। জানি না, ভগবান এই পৃথিবীতে আপনার মত এমন জীব আর কতগুলো সৃষ্টি ক'রেছেন!

নায়েব। আমি এখানে আপনার অপমানের বুলি শোনবার জন্যে আসিনি। এসেছি গ্রামের জনসাধারণের পক্ষ থেকে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে। তাদের আমি প্রতিনিধি।

ডাঃ মুখার্জ্জী। ছিঃ! জনসাধারণের প্রতিনিধি এ কথা মুখ উচ্চারণ ক'রতে আপনার এতটুকু সঙ্কোচ হ'ল না। আপনার প্রতিনিধিত্ব চলবে বনের পশুর ওপর, দুর্ব্বল মানুষের ওপর নয়। পশুরাজ্যের সিংহাসন আপনার জন্যে প'ড়ে র'য়েছে। মানুষের হৃদয় রাজ্যের সিংহাসন আপনার জন্যে নয়। ...হ্যাঁ, শোন যুবক! তোমার স্ত্রীর কবে থেকে অসুখ ক'রেছে?

যুবক। না বাবু, অসুখ নয়। সামান্য একটু জ্বর, আর ভেদ-বমি—

ডাঃ মুখার্জ্জী। ওঃ বুঝেছি! তোমার কপাল হয় ত' কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভেঙ্গে যাবে।

যুবক। ডাক্তার বাবু—

ডাঃ মুখার্জ্জী। বুঝতে পাচ্ছ না, তোমার স্ত্রীর কলেরা হয়েছে।

যুবক। আমায় বাঁচান—

(করযোড়ে মিনতি করিল)

ডাঃ মুখার্জ্জী। (নায়েবকে লক্ষ্য করিয়া) মূর্ত্তিমান যমদূত, এই আমি আপনাকে শেষবার ক্ষমা ক'রলাম। যান, ভাল'য় এখান থেকে চ'লে যান ব'লছি।

নায়েব। হ্যাঁ যাব, যাচ্ছি ; কিন্তু এ অপমানের শাস্তি আজই দেব।

[প্রস্থান]

ডাঃ মুখার্জ্জী। ভারতী—

[ভারতীর প্রবেশ]

আমার ব্যাগটা দাও।

ভারতী। কেন ?

ডাঃ মুখার্জ্জী। দক্ষিণ পাড়ায় কলেরা সুরু হ'য়েছে। আমায় এখনি যেতে হবে।

[ভারতী ব্যাগ আনিয়া দিল।
যুবকটির সহিত ডাক্তার মুখার্জ্জী চলিয়া গেল।
অপর দিক দিয়া অমর-এর মা প্রবেশ করিল।]

ভারতী। এস ভাই, এস।

অমরের মা। আজ আমার বড় দেরী হ'য়ে গেল।

ভারতী। এ আর ত' চাকরী নয় যে, ওপরওয়ালা রাগ করবে ?

অমরের মা। তা না হ'লেও কর্ত্তব্য অবহেলা করা উচিত নয়।

আজ আর আমার কিছু ভাল লাগছে না কেন ; ব'লতে পারেন ভারতী দেবী ?

ভারতী। শরীর কি ভাল নেই ?

অমরের মা। না—তা নয়। তবে আজ দেবতার পায়ে ফুল দেবার আগে, আমার হাতখানা এমন কেঁপে উঠল, যেন মনে হ'ল আমার সারা দেহটা অসাড় হ'য়ে পড়ল।

ভারতী। না ভাই, ও কিছু নয়—ও হ'ল মনের ভুল। তুমি যে এতদিন নীরবে 'মহামায়া'র সেবা ক'রে আসছ তা আর কেউ না জানুক, ওপরে ভগবান আছেন, তিনি সব জানেন।

অমরের মা। সেবার উদ্দেশেই ত' আমি এখানে এসেছি। এই 'মহামায়া'র কল্যাণেই আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।

ভারতী। এই 'মহামায়া' যিনি তাঁর সবটুকু দরদ দিয়ে তৈরী ক'রেছেন, যিনি কোন লোকের অকল্যাণ কামনা করেননি —সেই গরীব-দুঃখীর দরদী বন্ধুকে আপনি এড়িয়ে চ'লতে চান কেন ?

অমরের মা। সব স্ত্রীলোককে কি আর সব পুরুষের কাছে বের হ'তে আছে ভাই ?

ভারতী। তুমি কেন নিজেকে এভাবে ঢেকে রাখতে চাও ? তোমার নাম আজও আমি জানতে পারলাম না।

অমরের মা। নাম ? নামই কি মানুষের সব চেয়ে বড় পরিচয় ?

ভারতী। না ভাই, আমি তা ব'লতে চাই না। তবে—

অমরের মা। আমি 'অমরের মা' এই আমার বড় পরিচয়। এর চেয়ে বেশী কিছু জানতে চাইবেন না আমার কাছে। কাজ —এই কাজের মধ্য দিয়েই মানুষ অমর হ'য়ে থাকে। শুধু নামের জোরে কেউ কোন দিন অমর হয়নি এ দুনিয়ায়। আমি নাম চাই না, আমি চাই কাজ। তাই নামকে পেছনে ফেলে রেখে কাজের সঙ্গে এগিয়ে চলেছি।

ভারতী। তোমাকে আর কি ব'লব ভাই।

অমরের মা। আপনি আমাকে সেবা করবার সুযোগ দিয়ে যে মহানুভবতা দেখিয়েছেন, তার জন্যে আপনার কাছে আমি ঋণী।

[অমরের প্রবেশ]

অমর। মা—মা।

অমরের মা। এস বাবা।

ভারতী। অমর, ডাক্তার বাবু তোমায় বড় ভালবাসেন না?

অমর। হুঁ, খুব ভালবাসেন। আমাকে ব'লেছেন লেখাপড়া শেখাবেন, আমাকে ডাক্তারী পড়াবেন। কেমন মা, আমিও বড় হ'য়ে এখানকার ডাক্তার হব?

(অমরের মা অমরের মুখ চুম্বন করিল।)

ভারতী। তোমার এই ছেলে একদিন বড় হ'য়ে দেশের ও দশের একজন হবে—ব'লে রাখছি।

অমরের মা। প্রার্থনা করি, আপনার মুখের কথাই যেন এক দিন সত্যি হয়। সে সুদিন যদি কোন দিন আসে, আমি ওপর থেকে আমার শুভাশীষ যেমন ক'রে পারি—

ভারতী। এ কি ব'লছ?

অমরের মা। আমি ঠিকই ব'লছি ভাই! সে শুভদিন আসবার আগেই আমি চ'লে যাব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাই আমি অমরকে আজ থেকে আপনার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস অমরকে 'মানুষ' ক'রে তুলতে পারবেন, আপনি-ই।

অমর। মা, তুমি কোথায় যাবে?

অমরের মা। না বাবা, যাব না কোথাও। যদি দু' দিনের জন্যে কোথাও চ'লে যাই, কাঁদিসনি, ভাবিসনি আমার জন্যে। আমি যেমন তোর মা—ইনিও তাই।

অমর। (ভারতীকে) মা—আপনি মা?

(ভারতী অমরকে কোলে তুলিয়া লইল।)

অমরের মা। চমৎকার! মা-এর কোলে ছেলেকে এমনি চমৎকার মানায়। [প্রস্থান]

ভারতী। অমর, বাবা!

অমর। মা চ'লে গেলেন কেন?

ভারতী। নূতন মা-এর ওপর তোমায় ছেড়ে দিয়ে—অপর ছেলেদের সেবা ক'রতে গেলেন। যাও, তোমার ভাই-বোনেরা কেমন আছে দেখে এসগে। [অমরের প্রস্থান]

[বিজয়ের পুনঃ প্রবেশ।]

বিজয়। ভারতী দেবী—

ভারতী। কি বিজয় বাবু ?

বিজয়। ডাক্তার মুখার্জ্জী কোথায় ?

ভারতী। দক্ষিণ পাড়ায় একটা 'কলেরা কেস' দেখতে গেছেন।

বিজয়। সর্ব্বনাশ! কেন তিনি গেলেন ? চারিদিকে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চ'লেছে, তা কি তিনি বুঝতে পাচ্ছেন না ?

ভারতী। ষড়যন্ত্র! কেন ?

বিজয়। সাধন কবিরাজ, গ্রামের মোড়লের দল, নায়েব সকলে মিলে একটা দল পাকিয়েছে, তা কি আপনি জানেন না ?

ভারতী। হ্যাঁ, তা জানি। তারা যে আমাদের কোন অনিষ্ট ক'রতে পারবে, আমি তা ভাবতে পারি না।

বিজয়। এ আপনার ভুল ধারণা। জগতে এমন কোন নিকৃষ্ট কাজ নেই, যা এরা না করতে পারে।

ভারতী। যাক্, এ সম্বন্ধে ভেবে দেখবার সময় অনেক পাব। মিথ্যা দুশ্চিন্তাকে মনে স্থান দিয়ে লাভ নেই। হ্যাঁ, আমি একটা কথা আপনাকে ক'দিন থেকেই ব'লব ভাবছি।

বিজয়। কি বলুন ?

ভারতী। আমার মনে হয়, অমরের মা পৃথিবীর সব লোককে যেন এড়িয়ে চ'লতে চায়। কি ব্যাপার বলুন ত ?

বিজয়। আজ পর্য্যন্ত আমি চিনতে পারলাম না, ও পৃথিবীর জীব, না তার চেয়েও এক ধাপ ওপরের আর কিছু। ... আমায় এক দিন কি ব'ললে, জানেন? আমি তাকে আত্ম-হত্যার হাত থেকে বাঁচিয়েছি, এতটুকু সম্মান ক্ষুণ্ণ হ'তে দিই না,আদর্শের পথে আমি কোন দিন বাধা সৃষ্টি করি না—এই ব'লেই নাকি তার ওপর আমার অধিকার আছে, সব বিষয় জানবার। সে আরও কি ব'ললে, জানেন? তার পরিচয় দেবার, সব কথা বলবার সময় এখনও আসেনি। এক দিন আমরা সব কথা জানতে পারব, যে দিন তার বলবার আর কিছুই থাকবে না।

[ডাক্তার মুখার্জ্জীর প্রবেশ। তাহাকে বড় ক্লান্ত দেখাইতেছিল।]

ভারতী। এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন যে?

ডাঃ মুখার্জ্জী। বেশী দূর আর কষ্ট ক'রে যেতে হ'ল না! পথের মাঝেই শুনলাম—সে যুবকটির স্ত্রী মারা গেছে।

বিজয়। আর সেই জন্যেই আপনি চলে এলেন? ভুল ডাক্তার বাবু, এ আপনার ভুল। ব'ড়ের চাল আপনি ভুল ক'রেছেন।

বিজয়। আপনার কাছে যুবকটিকে আসতে দেখে, নায়েবের দল পথের মাঝে একটি লোক ঠিক ক'রে রাখলো, মিথ্যে ক'রে এই মরণ-সংবাদ দেবার জন্যে।

ডাঃ মুখার্জ্জী। এতে লাভ ?

বিজয়। সাধন কবিরাজই এখন সেই রোগীকে দেখবে। তার ফি, আর ওষুধের দাম দিতে হবে ঐ যুবককে—স্ত্রীর গহনা বিক্রী ক'রে, আর না হয় জমি জায়গা বন্ধক রেখে। এই সব মোড়লের দলই ত' নায়েবের এক একটি চর, এক একটি মহাজন।

ডাঃ মুখার্জ্জী। তুমি কি বলছ বিজয় ?

বিজয়। আমি ঠিকই বলছি ডাক্তার বাবু। ...ভারতী দেবী, আমি চ'ললাম।

ভারতী। বিজয় বাবু, আমাদের যে অনেক কাজ আছে আপনার সঙ্গে।

বিজয়। আজ আমার মন বড় চঞ্চল। অমরের মা কোথায় ?

ভারতী। ভেতরে আছে।

বিজয়। আপনি তার ওপর যে ভার দিয়েছেন, আমি জানি সে কোনদিন কোন কাজে অবহেলা ক'রবে না। তবু আজ আমার মনের মধ্যে যেন কেমন সন্দেহ জাগছে। ওর হাতে আমাদের 'মহামায়া'র প্রাণ বাঁচবে, ইজ্জৎ বাঁচবে ; কিন্তু তারপর ? কি যেন একটা অজানা আতঙ্কে আমার প্রাণটা শিউরে উঠছে।

[প্রস্থান]

[হরির প্রবেশ]

ডাঃ মুখাৰ্জ্জী। এই যে হরি, তোমার ছেলে কি ব'ললে ?

হরি। সে আজই বাড়ী চ'লে যেতে চায়।

ডাঃ মুখাৰ্জ্জী। ওঃ! আচ্ছা যদি আমি বলি, আর তোমাদের বাড়ী ফিরে গিয়ে কাজ নেই। চল আমার সঙ্গে—

হরি। কোথায় বাবু ?

ডাঃ মুখাৰ্জ্জী। সহরে, মানে—ক'লকাতায়।

হরি। না বাবু। ও কথাটি আপনি মুখে এনো না। আমাদের ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে ব'লনা বাবু। আমরা বড় গরীব; কিন্তু মায়ের বুকে থাকলে সব দুঃখ ভুলে যাই। আচ্ছা বাবু, আমি আসি। প্রণাম।

[পদধূলি লইয়া প্রস্থান]

ভারতী। এরা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে ম'রবে, তবুও কেন যে গাঁ ছাড়া হ'তে চায় না, তা ভেবে পাই না।

ডাঃ মুখাৰ্জ্জী। যে মাটিতে হাজার হাজার বছর ধ'রে এদের পূর্ব্বপুরুষদের পায়ের ধূলো জ'মে র'য়েছে, সেই মাটিকেই এরা সকল তীর্থের সার মনে করে। তাই তাকে ছেড়ে যেতে এদের মন কিছুতেই সায় দেয় না।

ভারতী। এ একটা অন্ধ বিশ্বাস বৈ ত' আর কিছু নয়। মাটি—মাটি—মাটি। এই মাটি-ই এদের এক দিন ক'রবে

মাটি। এরা যতদিন না মাটির মোহ ত্যাগ ক'রে আধুনিক জগতের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চ'লতে শেখে, যতদিন না এদের মনে নূতন কিছু শেখবার, জানবার আগ্রহ না জন্মায়, ততদিন এদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অবসান হবে না।

ডাঃ মুখার্জ্জী। তা আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু একটা কথা কোন দিন কি ভেবেছ—শিক্ষিত সম্প্রদায় সহরে বিলাস ও আরামের তৃপ্তিদায়ক শয্যায় গা ঢেলে দিয়ে স্বপ্ন দেখলে, বাংলার এই সব হতভাগ্য, নির্য্যাতীত, নিপীড়িত, জ্ঞানহীন কৃষকদের জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে তুলবে কে?

ভারতী। এরা যে একেবারে আন্‌কাল্‌চারড্ তা ত' জানেন ডাক্তার মুখার্জ্জী?

ডাঃ মুখার্জ্জী। সেই জন্যেই এরা নিজেদের ভালমন্দ কিছু বুঝতে চেষ্টা না ক'রে দিনের পর দিন মুখ বুজে, জলে ভিজে, উদরে ক্ষুধার ভাণ্ডার বহন করে, শরীরের রক্ত একটু একটু ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে, জগতের লোকের মুখে আহার তুলে দিতে আর এই হতভাগ্য বাংলার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে অক্লান্তভাবে খেটে চলেছে।

ভারতী। এসব আপনার বইপড়া বিদ্যে। আসল কথা কি জানেন? এদের ভাল বোঝাতে গেলে রেগে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে ওঠে। ভাবে 'সবজান্তা'। আমি দেশে থেকে এত দিনে এই শিক্ষাই পেয়েছি, এরা কেউ কারোর উন্নতি দেখতে

পারে না। সুযোগ পেলেই পরস্পর পরস্পরকে চেপে ধ'রতে চেষ্টা করে। তাই আজ পল্লীর আকাশ-বাতাস বিষিয়ে উঠেছে। তাই আজ কোন শিক্ষিত যুবক পল্লীর বিষাক্ত আবহাওয়ায় বাস ক'রে, তিলে তিলে নিজেদের জীবন শেষ ক'রতে চায় না।

ডাঃ মুখার্জ্জী। এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা না থাকলেও এটুকু জানি, এদের জাগাতে না পারলে দেশের কোনদিনই কল্যাণ হবে না।

[বাহির হইতে বহু লোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—
"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চারিদিকে আগুন লাগিয়ে দে,
আগুন লাগিয়ে দে"।]

ভারতী। ওকি ? ওদিকে কিসের অত গোলমাল ? কাদের কোলাহল ?

[বিজয়ের দ্রুত প্রবেশ]

বিজয়। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ডাক্তার মুখার্জ্জী, আপনার ল্যাবরোটারীতে আগুন লেগেছে, আপনি আসুন।

ভারতী। ডাক্তার মুখার্জ্জী, আপনার সর্ব্বস্ব যে যায়! ঐ দেখুন আগুন, চারিদিকে আগুন—

[বিজয় ও ভারতীর দ্রুত প্রস্থান]

ডাঃ মুখার্জ্জী। (খানিকক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া) এ্যাঁ! আগুন —চারিদিকেই আগুন! কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সারাজীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। ভারতী আর বিজয় ছুটেছে ল্যাবরোটারীকে বাঁচাতে; কিন্তু তাদের এ চেষ্টা বৃথা। তারা পারবে না সর্ব্বগ্রাসী অগ্নির হাত থেকে আমার ল্যাবরোটারীকে বাঁচাতে। একদল লোকের মনে আগুন লেগেছে, তাই বাইরের আগুন দেখে হতভাগ্যের দল আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠেছে। ভগবান! তুমি এই সমস্ত নির্ব্বোধ, স্বার্থের মোহে অন্ধ, মানুষ নামে পরিচয় দেবার অযোগ্যদের ক্ষমা কর। তাদের মানুষ কর। এই আগুনে তাদের মনের সব আবর্জ্জনা যেন পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়; বুঝতে পারে, ভাবতে শেখে তারাও মানুষ। হিংসায়, বলপ্রয়োগে মানুষ মানুষকে বশ ক'রতে পারেনা। ভাই ভাই-এর সর্ব্বনাশ করে, নিজের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার ক'রতে। এরা অজ্ঞ, এরা মূর্খ, এরা জগতের জঞ্জাল; তাই, ভাই ভাই-এর বুকে ছুরি মেরে আনন্দ পায়।

[কাঁদিতে কাঁদিতে হরির পুনঃ প্রবেশ]

হরি। বাবু, সব শেষ হ'য়ে গেছে। পারলাম না বাঁচাতে।

ডাঃ মুখার্জ্জী। কি শেষ হ'য়ে গেছে হরি?

হরি। না বাবু, এমন দেশে আর আমি থাকব না। এর চেয়ে তারা যদি আমার ছেলেকে মেরে ফেলত'—সে দুঃখ আমার ততটা হ'ত না। এই 'মহামায়া'র বুকে যে আগুন লাগিয়েছে এ দুঃখ যে ভুলবার নয়। আপনার মত দেবতাকে যে দেশ অপমান করে, সে দেশ সোনার দেশ হলেও আমি আমি আর সেখানে থাকবো না—

ডাঃ মুখার্জ্জী। বিপদে যে মানুষ ধৈর্য্য ধ'রে পাপীদের ক্ষমা করতে পারে সেই মানুষ—আসল মানুষ। তাই তোমাকে ব'লছি—চোখের জল মুছে ফেল। আজকের এই আনন্দের দিনে, চোখের জল ফেলে অমঙ্গলকে ডেকে এনো না হরি।

[ভারতীর প্রবেশ]

ভারতী। ডাক্তার মুখার্জ্জী, আর কেন? এখানকার খেলাধূলার আজই শেষ করুন। পরাজয়ের চরম বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে চ'লুন।

ডাঃ মুখার্জ্জী। ভুলে যেও না ভারতী, আজকের আমাদের এ পরাজয় যে জয়েরই সূচনা। জয়যাত্রার পথে পা বাড়াতে না বাড়াতেই পেছু হঠবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে প'ড়েছ।

[বিজয় একখানি ছবি হস্তে প্রবেশ করিল]

বিজয়। পেয়েছি—আমি পেয়েছি ডাক্তার মুখার্জ্জী!

ডাঃ মুখার্জ্জী। কি পেয়েছ বিজয় ?

বিজয়। অমরের পরিচয়।

ভারতী। কে এই অমর ?

বিজয়। এই দেখুন—এই ছবি; নীচে এই নাম—সমর মুখোপাধ্যায় ও কল্পনা দেবী।

ডাঃ মুখার্জ্জী। কি নাম বললে ? সমর আর কল্পনা, না ? দেখি ? (বিজয়ের হাত হইতে ছবিখানা লইয়া একদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া) কোথায় অমরের মা ? ডাক, একবার তাকে ডাক। না, তোমরা কেউ পারবে না। আমি নিজেই যাই। এ যে আমায় ডাকছে। কল্পনা—কল্পনা !

বিজয়। কল্পনা আর নেই।

ডাঃ মুখার্জ্জী। কল্পনা নেই—আমার কল্পনা নেই ?

ভারতী। আমায় ক্ষমা করুন ডাক্তার মুখার্জ্জী। এই কল্পনাই অমরের মা। এতদিন নীরবে এই 'মহমায়া'র সেবা ক'রে এসেছে।

বিজয়। সে তার কর্ত্তব্য ক'রে গেছে। আপনার গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগতে দেয়নি।

ডাঃ মুখার্জ্জী। এ তুমি কি ব'লছ ?

বিজয়। ঘরে আগুন লাগার সঙ্গে-সঙ্গেই অমরের মা ল্যাবরেটারীর সব জিনিষপত্র বের ক'রে ফেলেছিল। শেষের দিকে কি একটা জিনিষ আনতে গিয়ে আর আসতে পারেনি।

ভারতী। ডাক্তার মুখার্জ্জী, এই কল্পনা আপনার কে?

বিজয়। বলুন।

ভারতী। চুপ ক'রে রইলেন কেন?

ডাঃ মুখার্জ্জী। I am a man of stone. I have nothing to say. ...ভারতী, বিজয়, তোমরা জাননা, আমি আজ কাকে হারালাম। যাকে একদিন অবজ্ঞায়, ঘৃণায়, অনাদরে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, সে আজ আমায় সব দিক থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। ...কল্পনা—কল্পনা! তুমি এতদিন শুধু আমার কল্পনার—কল্পনা ছিলে, আজ হ'তে তুমি আমার শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, নিদ্রায় সর্ব্ব সময়ের সহচরী কল্পনা। আমি তোমায় ভুল বুঝে, ভুল ক'রে যা অন্যায় ক'রেছি তার জন্যে আজ আমি অনুতপ্ত। তুমি যেখানেই থাক, আজ আমায় ক্ষমা কর।

[অমরের দ্রুত প্রবেশ]

অমর। আমার মা, আমার মা কৈ?

ভারতী। এই ত' আমি আছি বাবা! তোমার কিসের ভয়? তোমার মা যে আগে থেকেই তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। এস বাবা, আমার বুকে এস।

অমর। না—আমি কিছুতেই যাব না। আমার মা কোথায় ডাক্তার বাবু?

ডাঃ মুখার্জ্জী। অমর—কল্পনার অমর। বাবা আমার, চোখের জল মুছে ফেল। ভারতী, বিজয়, তোমরা আমায় ব'লে দাও, আমার হারানিধি অমরকে কোথায়—কোন বুকে রাখি?

অমর। আমার মা নেই?

ডাঃ মুখার্জ্জী। না বাবা। তোমার মা আমায় ক্ষমা চাইবারও সুযোগ না দিয়ে অভিমানে চ'লে গেছে। এতদিন তুমি ছিলে শুধু মায়ের ছেলে, আজ তুমি তোমার মাকে হারিয়ে তোমার হারানো বাবাকে খুঁজে পেয়েছ।

অমর। আপনি আমার বাবা?

[ডাক্তার মুখার্জ্জী ঘাড় নাড়িয়া অমরকে সস্নেহে বুকে তুলিয়া লইল ভারতী ও বিজয় স্থিরভাবে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময়—প্রাতঃকাল

রূপনগর গ্রামের বাহিরে একটি বড় বাগান। মালতী ফুলের সাজি হাতে গান গাহিতেছিল। পরেশ নিকটবর্ত্তী গাছের তলায় চুপ করিয়া বসিয়া গান শুনিতেছিল]

গীত

প্রভাত বেলা
(প্রিয়) হৃদয় আমার তোমার তরে রইলো মেলা।
মনো-বীণার তানে তানে
(আমি) গাঁথছি মালা গানে গানে
খেলবো বলি' তোমায় আমায় মিলন খেলা।
প্রভাত বেলা ॥
আজি প্রাতে রবির আলো
দিকে দিকে রঙ্ ছড়ালো,
জীবন নদীর কিনারে ভেড়ে ছুইটী ভেলা।
প্রভাত বেলা ॥

[গান শেষ হইবার পর মালতী চলিয়া যাইতেছিল; পরেশের দিকে লক্ষ্য পড়িতেই থম্‌কিয়া দাঁড়াইল।]

পরেশ। (মালতীকে লক্ষ্য করিয়া) শুনছেন ?

মালতী। আমায় কিছু ব'লছেন ?

পরেশ। ...হ্যাঁ, দেখুন আপনি যদি আমায় একটু সাহস দেন, তাহ'লে আমি দু'একটা কথা আপনার সঙ্গে বলি।

মালতী। কি বলুন ?

পরেশ। কথা তেমন কিছু নয়; তবে আমি বড় বিপদে প'ড়েছি।

মালতী। কি রকম ?

পরেশ। সামনের এই গাছটা দেখছেন ?

মালতী। হ্যাঁ, তা ত' দেখছি।

পরেশ। এই গাছটায় আমি উঠেছিলাম; হঠাৎ ডাল ভেঙ্গে প'ড়ে গেলাম। দেখুন, তার সাক্ষী এই ভাঙা ডালটা আর এই ঝরা ফুলগুলো।

মালতী। তাহ'লে রীতিমত আঘাত পেয়েছেন ব'লে মনে হ'চ্ছে।

পরেশ। তা ত' বটেই। অনভ্যাসের ফল পেয়েছি হাতে হাতে। দেখুন, আমার এই 'পা'-টা ভেঙ্গে গেছে কি না, বুঝতে পাচ্ছি না। একা উঠে দাঁড়াতেও সাহস পাই না। তাই আমি ব'লছিলাম কি, আপনি যদি, মানে—আমায় একটু সাহায্য করেন—

মালতী। আমি আর আপনাকে কি সাহায্য ক'রতে পারি বলুন ?

পরেশ। ইচ্ছে ক'রলে একেবারে যে পারেননি, তা নয়। আমি এইবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রব। আপনি যদি আমায়—

মালতী। আচ্ছা, আপনি চেষ্টা করুন। দেখি আমি আপনাকে কতটুকু সাহায্য ক'রতে পারি।

(পরেশ উঠিবার চেষ্টা করিল। মালতী হাত ধরিয়া তুলিল।)

মালতী। 'পা'-টা দেখছি, একেবারে ভেঙ্গে গেছে।

পরেশ। এ্যাঁ! বলেন কি? উহুঁ—কই না ত'? ঠিক আছে। এই দেখুন, আমি হাতে হাতে আপনাকে তার প্রমাণ দিচ্ছি। এই one, two, three—এইবার আমি আপনার দিকে এগিয়ে যাব। (তথাকরণ) দেখলেন, আপনার ধারণা ভিত্তিহীন?

মালতী। আপনি একটুতেই ভয়ানক ভয় পেয়ে যান দেখছি?

পরেশ। ঠিক ধ'রেছেন আপনি। আপনার বুদ্ধির আমি প্রশংসা করি।

মালতী। মেয়েদের একটু সাহায্যে বা তাদের মুখের একটা কথায় যে আপনারা নিজেদের ধন্য মনে করেন, তা আমার অজানা নেই।

পরেশ। আপনি আমার মনের কথাটা একেবারে খুলে ব'লেছেন। দেখুন, আমি ভাবতেই পারি না যে, আমার

এই 'পা'-তু'টোকে আবার এত শীগগীর কাজে লাগাতে পারব। আপনার দয়ায় তা যখন সম্ভব হ'ল, এক জায়গায় না দাঁড়িয়ে, আসুন না, এদিক-ওদিক একটু ঘুরে বেড়ানো যাক্।

মালতী। আপত্তি ছিল না, যদি না আমায় এখনি বাড়ী ফিরতে হ'ত।

পরেশ। আপনি কি আমায় উদ্ধার করা ছাড়া আর কোন কাজেই এখানে আসেননি? (হাতে ফুলের সাজি দেখিয়া) ওঃ, ফুল তুলতে এসেছেন দেখছি। যদি আপনার ফুল তোলা শেষ না হ'য়ে থাকে, আমি আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য ক'রতে পারি।

মালতী। আমার জন্যে আপনি কষ্ট ক'রবেন, এ আমি চাই না।

পরেশ। কষ্ট? কি ব'লছেন আপনি? আমি আপনার জন্যে কি না ক'রতে পারি?

মালতী। জানি, অনেক কিছু ক'রতে পারেন; কিন্তু—

পরেশ। না, এতে কোন 'কিন্তু' নেই। এই দেখুন, এই ডালটায় অনেক ফুল র'য়েছে। আপনি হাত পাবেন না নিশ্চয়। আমি বরং এক কাজ করি; লাফিয়ে ডালটাকে ধ'রে ঝুলতে থাকি, আর আপনি একটা একটা ক'রে ফুল তুলতে থাকুন।

মালতী। না, তার দরকার হবে না।

পরেশ। এত সকালে ফুল তুলতে বেরিয়েছেন কেন? এ ফুল নিয়ে কি করবেন?

মালতী। শিবপূজায় দরকার হয় কি না?

পরেশ। ওঃ, আপনি শিবপূজা করেন বুঝি?

মালতী। হ্যাঁ, রোজ।

পরেশ। বুড়ো শিবের ওপর, আপনার বড্ড বেশী ভক্তি ত'।

মালতী। আপনারা পুরুষ মানুষ কি না, তাই ঠাকুর-দেবতাকে নিয়ে বিদ্রূপ ক'রতে এতটুকু বাধেনি।

পরেশ। না—না, আপনি বিদ্রূপ মনে ক'রবেন না। তবে—হ্যাঁ দেখুন, একটা কথা মনে পড়ে গেল; আমি যখন ছোট, ঠাকুরমার মুখে শুনেছিলাম—কুমারী মেয়েরা শিবপূজা ক'রে থাকে, শিবের মত একটা 'সদাশিব' পাবার আশায়। আপনিও নিশ্চয় সে রকম একটা কিছু আশা নিয়েই উঠে প'ড়ে লেগেছেন! দেখ'ছি আপনি কুমারী, সুতরাং এ ব্রত পুরোদমে চালানো আপনার কর্ত্তব্য।

মালতী। আমার দেরী হ'চ্ছে—আমি যাই।

পরেশ। হ্যাঁ, এখনি যাওয়া উচিত। শিব হয় ত' এতক্ষণ সশরীরে আপনার পূজার মন্দিরে অপেক্ষা ক'রছেন। তবে যাবার আগে আমার উপকারীর নামটা কি জানতে পারি?

মালতী। আমার নাম মালতী।

পরেশ। মালতী! রাসবিহারী বাবু কি আপনার—?

মালতী। ওঃ, আপনি বাবাকেও চেনেন দেখছি। আপনাকে ত' এর আগে এখানে দেখিনি ?

পরেশ। তা না হ'লেও আমাকে বিদেশী মনে ক'রে ভুল ক'রবেন না।

মালতী। কে আপনি ?

পরেশ। আমি আপনার শত্রু।

মালতী। অর্থাৎ ?

পরেশ। আপনার বাবা আর আমার বাবার মধ্যে বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে গোলমাল লেগেই আছে।

মালতী। আপনি-ই কি তবে পরেশ বাবু ?

পরেশ। আপনার অনুমান মিথ্যে নয়।

মালতী। তবে আমি চলি।

পরেশ। কেন ?

মালতী। শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা ক'রে লাভ কি ?

পরেশ। বিবাদ সে ত' আপনার বাবা, আর আমার বাবার মধ্যে। বছর কয়েক আগে আমাদের বিয়ের কথা হ'য়েছিল। এ বিয়ে হ'য়েও যেত, যদি না পশ্চিম দিকের চরটা নিয়ে গোলমাল হ'ত।

মালতী। আজ আর আমরা কি ক'রতে পারি ?

পরেশ। সব কিছু ক'রতে পারি। আসুন আমরা দু'জনে মিলে, মিলনের সেতু তৈরী করি।

মালতী। কিন্তু—

পরেশ। কিন্তু কি? আমরা যদি আমাদের বাপ-মার কাছে দাঁড়াই, তাঁরা আমাদের দূরে ঠেলে রাখতে পারবেন না। এর ফল শুভ-ই হবে। দু'টি প্রাচীন-বংশের চিরকালের মন কষাকষি দূর হ'য়ে যাবে। নূতন ক'রে চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপিত হবে।

মালতী। বেশ, সেই চেষ্টাই করুন।

পরেশ। তুমি যে এত সহজে রাজী হবে, তা আমি ভাবতে পারিনি।

মালতী। কেন?

পরেশ। না, সে কথা থাক। তোমাকে যে এ ভাবে পাব, তা কল্পনা-ই ক'রতে পারিনি। তোমার কথা ভাবতে ভাবতে কত রাত অনিদ্রায় কাটিয়ে দিয়েছি; কখনও বা একটা কাল্পনিক মূর্ত্তি মনে মনে এঁকে, তার সঙ্গে কথা বলবার কতবার বৃথা চেষ্টা ক'রেছি।

মালতী। আমার দেরী হচ্ছে—আমি যাই।

পরেশ। আমার কথা কি শুনতে ভাল লাগছে না?

মালতী। না, তা নয়। তবে আমার শিবপূজার যে—

পরেশ। আর তার দরকার কি? যাক্ আমি আর বেশীক্ষণ আট্‌কে রাখতে চাই না। তবে এটুকু জানতে চাই—

মালতী। কি?

পরেশ। বল, তুমি আমায় ভালবাস কি না ?

মালতী। মুখের একটা ছোট কথায়, প্রেমের কতটুকু সাড়া পাবে ? আমায় দেখে কি বুঝতে পারছো না। আমি ভালবাসি কি না।

পরেশ। (নিজ অঙ্গুরীয় খুলিয়া) এই নাও আমার প্রেমের উপহার। (অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিল)

মালতী। আমার কি আছে দেবার ?

গীত

(আজ) মিলন বীণা বাজলো
তোমার আমার প্রাণে।
ভালবাসার বাসাখানি
মধুর হলো গানে ॥
দখিন-হাওয়া দেয় যে দোলা,
পরশ তাহার যায় না ভোলা,
হিয়া-মাঝে দুটী কুসুম
মেলে স্রোতের টানে ॥
রঙীন-উষার আলোর পাতে
বাঁধি মিলন-রাখী দুটী হাতে,
আঁধার-পথের যাত্রী (আজি)
চলে আলোর পানে ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময়—সন্ধ্যা

[রামরূপনগরে সাধন কবিরাজের বৈঠকখানায়—নায়েব, সাধন কবিরাজ, কেষ্ট মণ্ডল ও গ্রাম্য দু'চারজন মোড়ল বসিয়া কি সব আলোচনা করিতেছিল। পর্দ্দা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে 'হো'—'হো' করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

নায়েব। তারপর শুনুন।

কেষ্ট। সত্যি নায়েব মশায়, আপনি যে সঙ্গে সঙ্গে অপমানের চরম প্রতিশোধ নেবেন, তা আমি ভাবতে পারিনি।

সাধন। আমরা এতে এত খুসী হ'য়েছি যে, কি ব'লে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব, সে ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

নায়েব। সে লম্পট ডাক্তারটা শুধু আমাকে অপমান করেনি, ক'রেছে আপনাদের সকলকে। আমাদের এই দেশকে সে চায় তার নিজের মুঠোর মধ্যে রাখতে; তারই কর্ত্তৃত্বে আমাদের পরিচালিত ক'রতে।

কেষ্ট। আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি এ কথা আগে থেকেই জানতে পেরেছেন ব'লে, আজও আমরা বেঁচে আছি; নইলে এতদিন মান সম্ভ্রম সব আমাদের শেষ হ'য়ে যেত।

সাধন। নায়েব বাবু, আমি শুধু ভাবছি, সে আমার কবিরাজীকে অপমান করে কোন্ সাহসে। আমার একটা কথায় দেশের লোক উঠত', বসত'। তারা আমাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি ক'রত, শ্রদ্ধা ক'রত। কিন্তু আজ—

নায়েব। আপনাদের এই দুর্দ্দিন কেটে গেছে। যার জন্যে আপনারা এতদিন মাথা তুলতে পারেননি. তাকে আমি যে আঘাত ক'রেছি, আশা করি সে আঘাতে তার সব উদ্যম, সব আশা ধূলিসাৎ হ'য়ে যাবে।

কেষ্ট। এইবার বাছাধনকে তল্পিতল্পা গুছোতে হবে এখান থেকে।

সাধন। তা ত' বটেই। তবে শুনছি, বিজয় নাকি দেশের কতকগুলো লোককে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রছে ?

কেষ্ট। করুক। আমাদের তাতে ক্ষতি কিছু হবে না।

সাধন। বিনা চিকিৎসায় তাদের ম'রতে হবে।

কেষ্ট। আজ আমি বিজয়কে ডেকে পাঠিয়েছি। সে এখনি আসবে।

নায়েব। তাকে এক-ঘ'রে ক'রে রাখ'বে এই আমি ব'লে যাচ্ছি।

সাধন। আপনি এখন কোথায় যাবেন ?

নায়েব। আমি এখনি রূপনগরে যাব—জমিদার বাবুর সঙ্গে

দেখা ক'রতে ; আমাদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চ'লেছে—সে কথা বুঝিয়ে ব'ল্তে।

কেষ্ট। কিন্তু এ দিকে যে আমাদের একটা মস্ত বড় বিপদের সম্মুখীন হ'তে হবে। আপনি যদি না থাকেন ; তাহ'লে আমরা সে বিপদ সামলাতে পারব কি না জানি না।

নায়েব। কেন নিজেদের এত দুর্ব্বল মনে করেন ? আপনারা কি মানুষ নন ? আপনারাই দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা। এই বিজয়কে এতদিন পায়ের তলায় চেপে রাখা উচিত ছিল।

সাধন। নিশ্চয়, আমাদের না জানিয়ে পথের একটা মেয়েকে আশ্রয় দিলে। যার নাম-ধাম, এ পর্য্যন্ত কোনদিন, কোন লোক জানতে পারলেনি। এই সমস্ত অন্যায়, এই সমস্ত স্বেচ্ছাচার গ্রামের বুকের ওপর হ'তে দেখেও যদি না আমাদের চোখ ফুটে, যদি না এর বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করি, তাহ'লে ত' আমাদের মাথার ওপর নাচবেই।

[বিজয় প্রবেশ করিল।]

বিজয়। আপনারা আমাকে ডেকেছেন ?

কেষ্ট। হ্যাঁ।

বিজয়। কারণ ?

নায়েব। আপনি রামরূপের স্কুল-মাষ্টার। আপনার চরিত্র নিখুঁত হওয়া দরকার ; কেন না, যে সমস্ত ছেলেদের

শিক্ষার ভার আছে আপনার ওপর, তারা আপনাকে সব দিক দিয়ে অনুসরণ ক'রবে।

বিজয়। তা আমি জানি। আমার আদর্শে যদি আমি স্কুলের প্রত্যেকটি ছেলেকে গ'ড়ে তুলতে পারি, তা হ'লে দেশের মঙ্গল-ই হবে।

নায়েব। আপনি যা ভাবেন, যে আদর্শ নিয়ে আপনি চ'লেছেন—দেশের লোক তাকে মাথায় তুলে নেবে না। কারণ আপনার চরিত্রে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কেষ্ট। আপনার বাবা বেঁচে থাকতে চ'ল্লিশ টাকা দিয়ে 'সমাজে' ঢুকেছিলেন। তাই এতদিন গ্রামের লোক কোন কথা বলেনি—সে শুধু আমাদেরই জন্যে। আজ আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি—

বিজয়। এইখানেই আপনার কথা শেষ করুন। আমি জানি একটি নিরাশ্রয়া নারীকে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে বাবা যে ভুল ক'রেছিলেন, তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হ'য়েছে 'সমাজের' নামে চ'ল্লিশ টাকা ঘুষ দিয়ে। ......আপনারা জেনে রাখুন, তাকে এতদিন আমি ছোট বোনের মত স্নেহ ক'রে এসেছি—সে আজ আর নেই। আপনাদেরই চক্রান্তে আমাদের সর্ব্বস্ব যেতে ব'সেছিল—শুধু তারই দয়ায় আমাদের অমূল্য জিনিষ একটিও নষ্ট হয়নি। সে নিজেকে বলিদান দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে গেছে। আমরা সব পেয়েছি,

কিন্তু তাকে হারিয়ে আমাদের মনে হ'চ্ছে যেন আমরা সব দিক হারিয়েছি।

নায়েব। তাই আজ আবার নূতন ক'রে আমাদের বিরুদ্ধে দল পাকান হ'চ্ছে ?

কেষ্ট। আমরা সকলে সাবধান ক'রে দিচ্ছি—আপনি যদি এ পথ না ছাড়েন, তাহ'লে স্কুল থেকে আপনাকে বিদায় নিতে হবে।

বিজয়। ওঃ, এই জন্যেই ডেকেছিলেন বুঝি ? বেশ, ভাল কথা। আমি আজ থেকেই মাষ্টারী ছেড়ে দিলাম।

নায়েব। সাধন, কেষ্ট—আমি চ'ললাম।

[প্রস্থান]

বিজয়। আপনারা ভেবেছিলেন—এতে আমাকে খুব বেশী আঘাত দিতে পারবেন ; কিন্তু তা পারবেন না। এতদিন আমি একটা গণ্ডীর মধ্যে মাথাগ'ণতি কতকগুলো ছেলের শিক্ষার মধ্যেই আবদ্ধ ছিলাম। আজ আমি গণ্ডীর বাহিরে চ'লে যাবার সুযোগ পেয়েছি। আমার শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হবে—পৃথিবীর বুকে উন্মুক্ত প্রান্তরে ; বটবৃক্ষের ছায়ায়। সকল দেশের বালক-বৃদ্ধ-যুবা আসবে—আমার এই নূতন পাঠশালায়। তাদের শিক্ষার ভার আমি নেব। তাদের এমন শিক্ষা দেব, যে শিক্ষা তাদের 'মানুষ' ক'রে তুলবে ; চাকরীর মোহ তাদের আচ্ছন্ন ক'রে রাখবে না ; সর্ব্বহারার

দুঃখে তারা তাদের জীবন উৎসর্গ ক'রবে। কোন বিপদেই তারা পিছপা হবে না।

সাধন। বড়-বড় বুলি আওড়াতে হবে না। চলে যান এখান থেকে।

[ডাক্তার মুখাৰ্জ্জী প্রবেশ করিল ; সঙ্গে ভারতী ও একদল লোক]

ডাঃ মুখাৰ্জ্জী। হ্যাঁ, আমরা চ'লেই যাব ; কিন্তু তার আগে আপনাদের মানুষ ক'রে দিয়ে যাব।

১ম ব্যক্তি। ডাক্তার বাবুর অপমানের প্রতিশোধ আমরা নেব। আমাদের আদেশ দিন বাবু—জমিদারের কাছারী বাড়ীতে আগুন লাগাতে।

ডাঃ মুখাৰ্জ্জী। না ভাই, তা হয় না—এ আদেশ আমি দিতে পারব না।

বিজয়। কেন পারবেন না ডাক্তার মুখাৰ্জ্জী ?

ডাঃ মুখাৰ্জ্জী। তুমিও আজ এ কথা বলছ বিজয় !

কেষ্ট। কেন ব'লবেন না। আমরা যে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি

ডাঃ মুখাৰ্জ্জী। চুপ করুন।

সাধন। কেন চুপ করব ? আপনি আমাদের কে ?

১ম ব্যক্তি। এই ডাক্তার বাবুই আমাদের মত গরীবের মা-বাপ।

সাধন। ওঃ খুব হ'য়েছে। একদিন তোমরাও আমাকে এই কথাই ব'লেছিলে। আজ নূতন বন্ধুকে পেয়ে পুরাতনকে ভুলে গেছ। নির্লজ্জ বেইমানের দল!

২য় ব্যক্তি। খবরদার! বেইমান আমরা নই, বেইমান আপনারা।

ডাঃ মুখার্জ্জী। সব সময় উত্তেজিত হওয়া ভাল দেখায় না। কেষ্ট বাবু, সাধুন বাবু, আপনারা আমাদের পাশে দাঁড়ান।

সাধন। কেন?

কেষ্ট। আপনাদের পদসেবা করতে?

ডাঃ মুখার্জ্জী। না ভাই, দেশ-জননীর পদসেবা ক'রতে আমাদের হাতে—হাত মেলান।

সাধন। বাঃ। চমৎকার অভিনয় করছেন ত?

ডাঃ মুখার্জ্জী। না, কবিরাজ মশায়, একে অভিনয় ব'লে ভুল ক'রবেন না। চেয়ে দেখুন, বড় বড় কল কারখানার মালিক দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—লাখ-লাখ টাকা রোজগার ক'রছে; কিন্তু যারা তাদের অধীনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম ক'রে চ'লেছে, তারা কি পাচ্ছে? তারা পায় না—দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খেতে, পরনে নেই ভাল কাপড়, ছেলে মেয়েদের স্কুল-পাঠশালে দেবার মত যাদের নেই সঙ্গতি, রোগ হ'লে বিনা চিকিৎসায় যাদের ম'রতে হয়—তাদের কথা একবার ভেবে দেখুন।

সাধন। এসব দেখলেই কি দেশ-জননীর সেবা করা হবে আপনি মনে করেন ?

ডাঃ মুখার্জ্জী। এই সর্ব্বহারা সন্তানদের সেবা করাই হ'ল—দেশ-জননীর সেবা করা।

কেষ্ট। আমরা এ বিষয়ে কি ক'রতে পারি বলুন ?

ডাঃ মুখার্জ্জী। সব কিছুই ক'রতে পারেন আপনারা। এই সর্ব্বহারার দলকে ডেকে, বুঝিয়ে দিতে হবে—মানুষের মত বাঁচবার অধিকার মানুষ মাত্রেরই আছে; তাদের আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। গরীব আজ আর বড় লোকের অনুগ্রহ লাভের আশায়, পিপাসিত চাতকের ন্যায় উর্দ্ধকণ্ঠে ব'সে থাকবে না।

সাধন। তারা তবে কি ক'রবে ?

ডাঃ মুখার্জ্জী। তাদের দাবী নিয়ে, তাদের নূতন পথে পা বাড়াতে হবে। আপনারা ভালভাবেই জানেন দেশের জমিদারেরা ভাবে, তারা বুঝি এক একটি খণ্ডরাজ্যের রাজা; আর তাদের অনুগত সাঙ্গপাঙ্গ নিজেদের মন্ত্রী, সেনাপতি ব'লে ভাবে। তাই তারা দুর্ব্বল, নিরীহ মানুষের ওপর চোখ রাঙিয়ে, না হয় বলপ্রয়োগের ভয় দেখিয়ে এতদিন তাদের পায়ের তলায় চেপে রেখেছে।

৩য় ব্যক্তি। এ অত্যাচার আর আমরা সহ্য ক'রব না।

৪র্থ ব্যক্তি। না, কখনই নয়। আজ আমাদের চোখ খুলেছে।

ডাঃ মুখার্জ্জী। যদি আজ সত্যই তোমাদেব চোখ খুলে থাকে, তাহ'লে তোমাদের সমবেত শক্তিতে বিদেশী শাসন-যন্ত্র, একদিনে অচল হ'য়ে যাবে, জমিদার সে ত' তুচ্ছ, নগণ্য।

বিজয়। আজ আমরা অত্যাচারীর দলকে বুঝিয়ে দেব—এখন ও সোজা পথে চ'লতে।

ডাঃ মুখার্জ্জী। যদি তারা গর্ব্ব, অহঙ্কার ও অর্থের মোহে আমাদের উপেক্ষা করে, তাহ'লে আমরা বিদ্রোহীর মত ছুটে যাব তাদের ধ্বংস ক'রতে। আমাদের সে গতি কেউ প্রতিহত ক'রতে পারবে না। সাধন বাবু, মণ্ডল মশায়, আপনারা চেয়ে দেখুন, আপনাদের এই সমস্ত গরীব ভাই-এরা পেট ভ'রে খেতে না পেয়ে কঙ্কালসার হ'তে চ'লেছে ; আর একদল লোক প্রাসাদে বসে সুখে রাজভোগ খাচ্ছে ; আর অবশিষ্ট অংশ পথের ধুলোয় ছড়িয়ে দিচ্ছে—যা কুকুর বিড়ালের ভক্ষ্য হ'চ্ছে। প্রাসাদের পাশে জীর্ণ, শত ছিদ্র পর্ণ কুটিরে মানুষকে খাবার অভাবে ম'রতে দেখেও যদি তাদের চোখ না খুলে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিন আমাদের আজ এসেছে। তাদের প্রাসাদের তোরণ আমরা পদাঘাতে ভেঙে দেব। গরীবকে বঞ্চিত ক'রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার তারা আঁকড়ে ব'সে আছে। আজ সবলে তাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে আনব।

বিজয়। আমরাও তাদের মত এই পৃথিবীর বুকে জন্মেছি, চন্দ্র-

সূর্য্যের কিরণ তাদের মত আমরাও অনুভব করি, জল বাতাস সমভাবে গ্রহণ করি। তবে পৃথিবীর বুক চিরে যে ফসল আমরা উৎপন্ন ক'রি, তার ওপর আমাদের সমান অধিকার থাকবেনা কেন ?

৪র্থ ব্যক্তি। আমরা যে গরীব—

ডাঃ মুখার্জ্জী। তাহ'লেও ভাই। ছোট, বড়, দীনতা, হীনতা নিয়ে তর্ক করবার যুগ আর নেই। ব্রাহ্মণ-শূদ্র আজ আমরা পাশাপাশি বসে খাব। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক সঙ্গে লাঠি তুলে দাঁড়াব।

কেষ্ট। ডাক্তার বাবু, আমার মনের ময়লা কেটে গেছে! আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, 'মায়ের' সেবা ক'রতে না পারলে বেঁচে থাকায় লাভ নেই। এস কবিরাজ, আমরা আজ এই ডাক্তার বাবুর হাতে হাত মেলাই।

[কেষ্ট মণ্ডল ও সাধন কবিরাজ ডাঃ মুখার্জ্জীর দুই পাশে দাঁড়াইল। ডাঃ মুখার্জ্জী উভয়ের কাঁধে হাত রাখিয়া ভারতী ও বিজয়ের দিকে চাহিল। তাহার চোখে মুখে আনন্দের ঢেউ বহিয়া গেল।]

তৃতীয় দৃশ্য

সময়—অপরাহ্ন

[রূপনগরে রাসবিহারীবাবু নিজকক্ষে পায়চারি করিতেছিলেন। দেওয়ালের গায়ে মহামায়ার (রাসবিহারীবাবুর মৃত স্ত্রীর) একটি ছবি ছিল। তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন; তারপর ধীরে ধীরে ছবিখানির সম্মুখে আগাইয়া আসিলেন।]

রাসবিহারী। মায়া! তোমার চোখ দুটো ছলছল্ করছে কেন? বল—কি অভিমান হয়েছে তোমার? ......যাবার আগে সমরকে আমার হাতে তুলে দিয়ে ব'লেছিলে, 'মানুষ ক'র।' সমর ডাক্তার হ'য়ে রূপনগরের বুকে হাঁসপাতাল গ'ড়ে তুলবে, দেশের গরীব দুঃখীরা বিনা পয়সায় রোগমুক্ত হবে; দশের ও দেশের সেবায় সমর সারা জীবন কাটিয়ে দেবে, এই আশার স্বপ্ন একদিন আমরা দেখেছিলাম। আমাদের সে আশা পূর্ণ হয়নি মায়া, তাই—

[মালতীর প্রবেশ।]

মালতী। বাবা—

রাসবিহারী। কি মা?

মালতী। রমাদিকে কেন আপনি 'সমিতি'তে যেতে নিষেধ করেছেন?

রাসবিহারী। হঠাৎ একথা কেন মা? বল?...ওঃ বুঝেছি, কি জান রমা-মাকে ছেড়ে আমি যে কিছুতেই থাকতে পারিনি। তাই সে দিনরাত পল্লীমঙ্গল ক'রে ঘুরে বেড়াবে, আর তার এই বুড়ো ছেলেটার দিকে একটুকু নজর রাখবেনা। সেই জন্যেই ত' আমি তাকে—

মালতী। কমলবাবুর সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ পর্য্যন্ত দেননি।

রাসবিহারী। আমি ত' কমলের জন্যে এ বাড়ীর দরজা সর্ব্বদা খুলে রেখেছি।

মালতী। আপনি কি মনে করেন, রমাদি কেবলমাত্র কমল-বাবুর সঙ্গে মেশবার জন্যেই 'সমিতি'তে যোগ দিয়েছে?

রাসবিহারী। না, তা আমি মনে করিনা।

মালতী। তবে কি, সমাজের ভয়ে আপনি—

রাসবিহারী। সমাজকে আবার কিসের ভয় মা, সমাজ ত' আমাদের জন্যে নয়। সমাজ শুধু তাদের জন্যে—যারা গেঁয়ো মোড়লদের শ্রদ্ধা না করলেও ভয় ক'রে চলে, যারা নিজেদের ভালমন্দ বিচারের ভার তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাদেরই দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নেয় নির্ব্বিবাদে।

মালতী। সমাজ কেন আজও তাদের ওপর চোখ রাঙ্গাচ্ছে, নির্য্যাতন করছে? আমরা দেখতে পাচ্ছি, সব কিছুর সদুদ্দেশ্যের মূলে কুঠারাঘাত করছে—এই সমাজ।

রাসবিহারী। সব দোষটা সমাজের ঘাড়ে চাপিয়োনা মা। এর জন্যে আমাদের শিক্ষাও যে দায়ী। জানি সমাজকে ভেঙ্গে চূরে নূতন ক'রে গড়বার দিন আজ এসেছে; তবুও একথা বলে রাখি,—দেশের যারা ভবিষ্যৎ, তারা যেদিন আদর্শ শিক্ষা পাবে—সেদিন তারাই পুরানো কাঠামোকে বদল ক'রে নূতন কাঠামোর ভিত রচনা করতে পারবে।

মালতী। সে শিক্ষা কোথায় পাওয়া যাবে?

রাসবিহারী। বই পড়ে নয় মা। চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর দুঃখ বেদনা যেদিন উপলব্ধি করতে পারবে, যেদিন ভারত মাতার চোখের জল নিজেরই মায়ের চোখের জল ব'লে ভাবতে শিখবে—সেদিন সব শিক্ষা সমাপ্ত হবে।

[মিটুর প্রবেশ।]

মিটু। বাবু, রামরূপনগরের নায়েব এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

মালতী। তাকে এখানে আসতে বল।

[মিটুর প্রস্থান]

যান বাবা, আপনিও ভেতরে যান। আমি নায়েবের সঙ্গে কথা বলব।

রাসবিহারী। তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর। শেষ বয়সে এসব দায় থেকে আমায় নিষ্কৃতি দিয়ে বড় ভাল ক'রেছ মা।

[প্রস্থান]

মালতী। [মহামায়ার ছবিখানির দিকে লক্ষ্য করিয়া] মা, তুমি আমায় এই আশীর্ব্বাদ ক'র, যে ভার আমি সেচ্ছায় মাথা পেতে নিয়েছি, তার মর্য্যাদা যেন রাখতে পারি।

[নায়েবের প্রবেশ।]

মালতী। আসুন নায়েব মশায়; তা ওখানকার খাজনা পত্র কেমন আদায় হ'ল ?

নায়েব। সে কথা আর তুলবেন না মা।

মালতী। কেন ? খাজনা আদায় সম্বন্ধে আপনার ত' বেশ সুনাম আছে।

নায়েব। তা যা বলেছেন, কিন্তু আজ বড় দায়ে প'ড়ে আপনাদের কাছে ছুটে আসতে বাধ্য হলাম।

মালতী। পরিষ্কার ক'রে বলুন কি হ'য়েছে।

নায়েব। রামরূপে আগুন লেগেছে মা!

মালতী। আগুন!

নায়েব। একদল লোক আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—জমিদারী ধ্বংস করতে। সেইজন্যেই ত' আমি কর্ত্তাবাবুর আদেশ—

মালতী। বাবার শরীর ভাল নয়। তাঁর সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা উচিত হবেনা। যা বলবার আমাকেই বলুন, আমিই তার ব্যবস্থা করব।

নায়েব। সে দুঃখের কথা কি আর ব'লব মা। বছর কয়েক আগে, আমাদের গ্রামে এক ভবঘুরে ডাক্তার এসে হাঁসপাতাল খোলে। বিনা পয়সায় কিছুদিন লোককে ওষুধ দেওয়াও চলতে লাগল। বড়ই দুঃখের বিষয় ওষুধে কারোর রোগ ভাল হ'লোনা। তাই লোকে তার ত্রিসীমানায় যাওয়া বন্ধ করে দিল। ডাক্তারী করে যখন নাম কেনা গেলনা, তখন গ্রামের গুণ্ডা চাষা ভুষোদের নিয়ে একটা দল তৈরী হ'ল ঐ ডাক্তারেরই নেতৃত্বে।

মালতী। তারপর ?

নায়েব। দলের কাজ হ'ল পাড়ায় পাড়ায় মিটিং ক'রে চাষী ক্ষেপিয়ে তোলা।

মালতী। আপনি আমাদের মঙ্গল ছাড়া, কোন দিন অমঙ্গল কামনা করেননি তা জানি। আজকার এ বিপদে, যে বিপদের লক্ষণ আপনি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছেন, তার কবল থেকে আমাদের এই জমিদারীকে রক্ষা করবার কি ব্যবস্থা করেছেন, তা কি জানতে পারি ?

নায়েব। আপনাদের এতদিন নুন খেয়ে এসেছি ; আমারও ত' একটা কর্ত্তব্য আছে। তাই আমি এর মূল নষ্ট করতে সব

রকম ব্যবস্থাই করেছি; শুধু আপনাদের আদেশ পেলেই—

মালতী। থামুন নায়েব মশায়। আপনাদের গ্রামে হাঁসপাতাল গ'ড়ে ওঠবার পর থেকে দেশের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে?

নায়েব। ক্ষতি বিশেষ কিছু না হ'লেও, হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

মালতী। ওঃ! (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা আজ-ই আমি ডাক্তারকে চিঠি লিখব আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে।

নায়েব। কেন?

মালতী। আপনার মুখ থেকে ত' সব কথাই শুনলাম, এইবার তার কথাগুলো শোনা দরকার।

নায়েব। আপনি আমায় সন্দেহ করেন?

মালতী। না হ'লেও—যাক,আমি জানতে চাই ডাক্তারের নাম।

নায়েব। পুরো নাম জানিনা, তবে সকলে 'ডাক্তার মুখার্জ্জী' বলে ডাকে।

মালতী। কি আশ্চর্য্য! যার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রছেন, তার নাম পর্য্যন্ত জানেন নি।

নায়েব। সেই ডাক্তার এতবড় ভণ্ড যে নিজের নাম গোপন রেখে, 'মহামায়া দাতব্য চিকিৎসালয়' এই নামে একটা সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছে হাঁসপাতালের সামনে।

মালতী। কি বললে--'মহামায়া দাতব্য চিকিৎসালয়' ?

নায়েব। হ্যাঁ।

মালতী। ডাক্তারের নাম কি তবে সমর মুখোপাধ্যায় ?

নায়েব! তা ত জানিনা।

মালতী। বলুন, ডাক্তার দেখতে কেমন —বয়স কত ?

[ব্যস্তভাবে রাসবিহারী বাবুর প্রবেশ ।]

রাসবিহারী। খোকা—আমার খোকা কোথায় ?

মালতী। বাবা।

রাসবিহরী। বল মা। কে যেন আমায় কানে কানে বলে গেল খোকা ফিরে এসেছে।

মালতী। দাদা একদিন না একদিন ফিরে আসবেই বাবা।

রাসবিহারী। আমার অবিশ্বাসী মন যে কিছুতেই এ কথা বিশ্বাস ক'রতে চাইছে না। (নায়েবকে লক্ষ্য করিয়া) কে তুমি ?

মালতী। ইনি রামরূপের নায়েব।

রাসবিহারী। ওঃ, আমার খোকার সন্ধান এনেছে বুঝি ?

মালতী। বাবা !

রাসবিহারী ভুল হ'য়ে গেছে মা; খোকা যে আর আসবে না, তবে কেন আমি—

মালতী। বাবা, আপনার কাছে নায়েব মশায় একটা আবেদন জানাতে এসেছেন।

রাসবিহারী। কি আবেদন ?

মালতী। গত কয়েক বছর ফসল না হওয়ার জন্যে প্রজারা খাজনা দিতে পাচ্ছে না। তাই গরীব চাষীদের বাকী খাজনা মুঁকুব করুন, এই কথাই নায়েব মশায় আপনাকে ব'লতে চান।

রাসবিহারী। ওঃ, তুমি-ই ধন্য নায়েব! তোমার মত এত সৎ, পরোপকারী কর্ম্মচারীর এত অভাব ব'লেই বাঙ্গালা দেশের জমিদারদের এত বদনাম। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। রামপুরের প্রজাদের জানিয়ে দাও যে, বাকী খাজনা তাদের দিতে হবে না।

মালতী। মিটু—

[মিটুর প্রবেশ।]

নায়েব মশায়কে নিয়ে যাও! ইনি আজ এখানে থাকবেন, তার ব্যবস্থা ক'রে দাও গে।

নায়েব। না মা, আমার ত' এখানে থাকলে চ'লবে না।

মালতী। ডাক্তারের শাস্তি আপনাকে নিজের চোখে দেখে যেতে হবে; না ব'ললে চ'লবে না। যান আপনি।

[নায়েব অনিচ্ছা স্বত্বে ধীরে ধীরে বাহিরের দিকে পা বাড়াইতে বাড়াইতে কি যেন ভাবিতেছিল। তারপর মিটুর সহিত চলিয়া গেল]

রাসবিহারী। নায়েব যখন থাকতেই চাইছে না, তখন জোর ক'রে রেখে লাভ কি ?

মালতী। ক্ষতিও কিছু নেই বাবা। ...চলুন, আমরা দু'দিনের জন্যে রামরূপে ঘুরে আসি।

রাসবিহারী। কেন মা ?

মালতী। আমার মন যেন ব'লছে...না, আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না, তাই—

[বাহির হইতে বহু লোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'না', না আমরা কোন কথা শুনবো না, কোন বাধা মানবো না ; আমরা জমিদারের সঙ্গে দেখা ক'রতে চাই।]

রাসবিহারী। কিসের গোলমাল দেখত' মা !

মালতী। (জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া) একদল লোক গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় তারা আপনার কাছে আসতে চায় ; দারোয়ান তাদের আসতে দিচ্ছে না।

রাসবিহারী। যাও, তাদের কি বক্তব্য শুনে এস। মালতী চলিয়া যাইতেছিল) হ্যাঁ শোন, দরকার হ'লে তাদের এখানে নিয়ে এস।

[মালতী চলিয়া গেল।]

[রাসবিহারী বাবু 'মহামায়া'র ছবিখানির দিকে স্থিরভাবে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর 'খোকা' 'খোকা' বলিয়া চীৎকার করিয়া

উঠিলেন। মালতীর সহিত বিজয় ও জনকতক

লোকের প্রবেশ

রাসবিহারী। কে তোমরা ?

বিজয়। আমরা আপনার হতভাগ্য সন্তান।

রাসবিহারী। এঁ্যা! মালতী এদের যেতে ব'লে দাও—এরা দুষ্ট অভিসন্ধি নিয়ে এসেছে, আমায় এরা পাগল ক'রে দিতে চায়।

মালতী। কি চাও তোমরা? কেনই বা এসেছ এখানে ?

১ম ব্যক্তি। আমরা নায়েবের অত্যাচারে আধমরা হ'য়ে আছি।

২য় ব্যক্তি। অনেক সহ্য ক'রেছি, আর সহ্য ক'রতে পারছি না।

মালতী। বল, কি অত্যাচার ক'রেছে তোমাদের ওপর।

৩য় ব্যক্তি। সে সব কথা শুনলে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবেন।

১ম ব্যক্তি। বাকী খাজনার নালিশ ক'রে আমাদের ঘরবাড়ী নিলেমে ডেকে নিয়েছে।

মালতী। তোমরাই বা খাজনা দাও না কেন ?

২য় ব্যক্তি। খেতে পাইনা, তা খাজনা দেব কোথা থেকে।

৪র্থ ব্যক্তি। স্ত্রীর গহনা পত্র বিক্রী ক'রে জমিতে চাষ দিয়েছিলাম। ফসল হ'ল না, কি ক'রব।

১ম ব্যক্তি। আমরা আজ সর্ব্বস্বান্ত। বউ ছেলের হাত ধ'রে পথে দাঁড়িয়েছি।

৩য় ব্যক্তি। আজ আর আমাদের মাথা গুঁজবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নেই।

বিজয়। এর চেয়ে আরও বড় দুঃসংবাদ আপনাকে জানাতে এসেছি। এই গাঁয়ের বুকে আমরা এক দেবতাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তাঁরই অনুগ্রহে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় গ'ড়ে উঠেছিল এই নগণ্য গাঁয়ে। গরীব দুঃখীরা কত কঠিন কঠিন রোগের হাত থেকে বেঁচে উঠেছে—এই হাঁসপাতাল থেকে। সেই হাঁসপাতাল আজ পুড়িয়ে দিয়ে আমাদের সর্ব্বহারা ক'রেছে, আপনার অত্যাচারী কর্ম্মচারী সেখানকার নায়েব।

রাসবিহারী। বামরূপের নায়েব!

বিজয়। হ্যাঁ।

রাসবিহারী। এ তোমরা কি ব'লছ?

মালতী। এরা ঠিক ব'লছে বাবা। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি নায়েবের মুখ বন্ধ ক'রে কিছু ব'লতে না দিয়ে গরীব প্রজাদের বাকী খাজনা মুকুব করবার আবেদন জানিয়ে ছিলাম।

রাসবিহারী। তবে কি নায়েব কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে?

মালতী। তা ত' আপনি বেশ বুঝতে পারছেন বাবা।

রাসবিহারী। (একটু ভাবিয়া) তোমরা যাও। আমি এখনি নায়েবকে ডেকে তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা ক'রছি।

বিজয়। যাবার আগে আপনার কাছ থেকে শুধু এই প্রতিশ্রুতি চাইছি—আমাদের যে হাঁসপাতাল পুড়ে নষ্ট হ'য়েছে, সেই 'মহামায়া'র পুনরুদ্ধারের ভার গ্রহণ করুন।

রাসবিহারী। মহামায়া!

বিজয়। হ্যাঁ; আমাদের 'মহামায়া দাতব্য চিকিৎসালয়'। এই 'মহামায়া-ই আমাদের প্রাণ, আশা, ভরসা। তাকে বাঁচান, তাহ'লে সর্ব্বহারার দল আবার বেঁচে উঠবে নূতন প্রাণ নিয়ে। আমাদের দাবী আপনি পূরণ করুন।

[ভীড় ঠেলিয়া ডাঃ মুখার্জ্জীর দ্রুত প্রবেশ। তাহার মাথায় ব্যাণ্ডেজ। দু'এক ফোঁটা রক্ত পাশ দিয়া ঝরিতেছিল। পশ্চাতে ভারতী ও অমর।]

ডাঃ মুখার্জ্জী। বিজয় আমি এসেছি।

বিজয়। ডাক্তার মুখার্জ্জী!

২য় ব্যক্তি। কে এ সর্ব্বনাশ ক'রলে?

ডাঃ মুখার্জ্জী। না ভাই এ কিছু নয়, সামান্য একটু রক্ত।

১ম ব্যক্তি। আমাদের দেবতার গায়ে কে হাত তুলেছে?

২য় ব্যক্তি। বলুন, আপনার পায়ে পড়ি।

[পা'দুটি জড়াইয়া ধরিল।]

ডাঃ মুখার্জ্জী। কেউ নয় ভাই। মানুষের ওপর দোষ দেওয়া বৃথা।

বিজয়। বুঝেছি, নায়েবের ষড়যন্ত্রে আপনাকে পেতে হ'য়েছে এই শাস্তি। দেখছেন জমিদার বাবু, আপনার কর্ম্মচারীর কীর্ত্তি।

রাসবিহারী। (ডাঃ মুখার্জ্জীর পানে অপলক নেত্রে চাহিয়া) হ্যাঁ দেখছি, সেই নাক, সেই মুখ, সেই কণ্ঠস্বর। মালতী—আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

ভরতী। ডাঃ মুখার্জ্জী, স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে সমস্যার সমাধান হবেনা। এতগুলো লোক আপনার মুখের দিকে চেয়ে আছে। যে জমিদারের ইঙ্গিতে তাঁর কর্ম্মচারী আমাদের সর্ব্বহারা করেছে—তাঁর বিরুদ্ধে আপনার কি কোন অভিযোগ নেই? বলুন সমরদা—

মালতী। কে আপনার সমরদা?

ভারতী। এই ডাঃ মুখার্জ্জী-ই আমার সমরদা।

মালতী। (ডাঃ মুখার্জ্জীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর হঠাৎ তার ডান হাতখানা ধরিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল) দাদা!

রাসবিহারী। এঁ্যা! তুইও কি আমার মত স্বপ্ন দেখছিস মা?

মালতী। স্বপ্ন নয় বাবা। চেয়ে দেখুন, জয়ের তিলক পরে কে আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

রাসবিহারী। (ডাঃ মুখার্জ্জীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন; দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহার দিকে আগাইয়া গেলেন; তাঁহার হাত পা কাঁপিতেছিল।) খোকা—

ডাঃ মুখার্জ্জী। বাবা— (রাসবিহারী বাবুকে ধরিয়া ফেলিল।)

রাসবিহারী। খোকা আমার। (ডাঃ মুখার্জ্জীকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।)

বিজয়। দেবতা ; এতদিন তোমাদের চোখে ধুলি দিয়ে এসেছেন। এইবার ছদ্মবেশ ঢেকে রাখতে পারলেন না ত'?

অমর। বাবা, আপনারা সব অমন ক'রছেন কেন? চলুন এখান থেকে চলে যাই।

রাসবিহারী। কেরে তুই? আমার স্নেহের দুলালকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাস।

অমব। বাবা।

ডাঃ মুখার্জ্জী। ভয় নেই, ইনি তোমার দাদু।

অমর। আপনি আমার দাদু?

রাসবিহারী। হ্যাঁ, আয়—আয়তোরে দাদু আমার বুকে আয়। আমার এই ভাঙ্গা হাড়গুলো জোড়া লাগা। (অমরকে বুকে তুলিয়া লইলেন।) তোর মা কোথায়রে দাদু?

ভারতী। ওর মা আমার হাতে ওকে তুলে দিয়ে, চলে গেছে কল্পনার রাজ্যে।

রাসবিহারী। তুমি কে মা?

ভারতী। আমার পরিচয় দেবার মত নয়। এই সমরদার হাত ধরে এতদিন নিরাপদে চলে এসেছি। এইবার আমার বিদায়ের পালা।

রাসবিহারী। তুমি কে, না জানা পর্য্যন্ত আমিত' তোমায় ছাড়তে পারিনা মা।

ডাঃ মুখার্জ্জী। বাবা, এই ভারতী আমার বোন। মালতীর মতই আমি ওকে স্নেহ করি। ওর আব্দার আমি এড়াতে পারিনি, তাই আমার কর্ম্মজীবনে ওকে আমার পাশে নিয়েছি।

রাসবিহারী। তোমার সত্যিকার পরিচয় কি মা?

ডাঃ মুখার্জ্জী। একজন দেশ প্রেমিকের সহধর্ম্মিণী—এই হ'ল ওর সত্যিকার পরিচয়।

রাসবিহারী। তোমার মুখ থেকেই শুনি তা'হলে, কে সেই দেশ প্রেমিক?

ডাঃ মুখার্জ্জী। আমারই বন্ধু—জ্যোতির্ম্ময়।

রাসবিহারী। তুমি আমার জ্যোতির্ম্ময়ের স্ত্রী? এস মা, তুমি আমার ঘরে এস।

ভারতী। আমায় ক্ষমা করুন। প্রাসাদের কোণে চুপ ক'রে বসে থাকবার মত সময় আমার নেই।

ডাঃ মুখার্জ্জী। ঠিকই বলেছ ভারতী। নিশ্চিন্ত আরামে বসে থাকবার মত দিন আমাদের নেই। অন্ধকার—চারিদিকে অন্ধকার। জ্যোতি—কোথায় জ্যোতি? ভারতী, বিজয় তোমরা সকলে এস, আমার হাত ধর।

রাসবিহারী। খোকা—

ডাঃ মুখার্জ্জী। পেছু ডাকবেন না বাবা। চোখের জল ফেলে আমাদের জয় যাত্রার পথ পিছল ক'রবেন না। এস ভারতী, শুভলগ্ন ব'য়ে যায়। (প্রস্থানোদ্যত)

[নায়েবের প্রবেশ]

নায়েব। যাবার আগে আমার মত অপরাধীকে ক্ষমা ক'রে যান।

ডাঃ মুখার্জ্জী। সে অধিকার আমার নেই। আপনি এদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন—এরাই আসল মালিক।

নায়েব। (রাসবিহারী বাবুকে লক্ষ্য করিয়া) কর্ত্তাবাবু, অনেক পাপ আমি করেছি। আপনার যা খুসী আমায় শাস্তি দিন; কিন্তু তার আগে নায়েবী খোলস খুলে নিতে আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। (জনতাকে লক্ষ্য করিয়া) বন্ধুগণ, আমি যে অপরাধ করেছি, ক্ষমা চাইবার অধিকারও আমার নেই। আপনারা শুধু এটুকু জেনে রাখুন, আমার মনের সব আবর্জ্জনা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। তাই আজ আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যে 'মহামায়া'কে আমি পুড়িয়ে নষ্ট করেছি, আমি নিজে হাতে তাকে নূতন করে গড়ে তোলবার ভার নিচ্ছি। বলুন বন্ধুগণ, আপনারা—

(জনতা ডাঃ মুখার্জ্জীর দিকে চাহিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।)

ডাঃ মুখার্জ্জী। নায়েব মশায়, ভুল মানুষেই করে। আপনি যখন নিজের ভুল নিজেই বুঝতে পেরেছেন, আশা করি আপনার জীবনের গতি বদলে যাবে। আপনার ওপর আমার কোন দুঃখ বা অভিমান নেই। তাই আমি আমার সমবেত বন্ধুদের জানাচ্ছি—তারা যেন আপনাকে শত্রু মনে না ক'রে মিত্র ভেবেই, নিজেদের দলে টেনে নিতে কোনরূপ দ্বিধা না করে। আর আপনাকে অনুরোধ, আপনি আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান।

বিজয়। আসুন, আমরা সকলে মিলে শৃঙ্খলিত ভারত মাতার মূর্ত্তি মনে মনে এঁকে, কর্ত্তব্য পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

[সকলে করযোড়ে মাতৃমূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিল।]

শেষ দৃশ্য

[একটা জীর্ণ পর্ণ কুটীর। দরজার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা 'পল্লীমঙ্গল সমিতির অফিস'। ঘরের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজীর ছবি দেখা যাইতেছিল। কমল একটা পুরানো খাটে শুইয়াছিল। মাথার কাছে একটা ছোট টেবিলে কয়েকটী ওষুধের শিশি বসান ছিল। ঘরের এককোণে একটা আলো জ্বলিতেছিল। রমা খাটের এক পাশে বসিয়াছিল।]

কমল। (চিৎকার করিয়া উঠিল) ভারতী—ভারতী—

রমা। কমলবাবু—

কমল। ভারতী কৈ? সকলকে দেখতে পাচ্ছি, তাকে দেখছিনা কেন? কোথায় ভারতী? (উঠিবার চেষ্টা করিল)

রমা। না—না, আপনি উঠতে চেষ্টা ক'রবেন না। আপনার শরীর—

কমল। কি হ'য়েছে? কিছুই হয়নি ত'। কেন তবে আপনি রাতের পর রাত, আমার পাশে ব'সে জেগে কাটিয়ে দিচ্ছেন?

রমা। রাত্রি অনেক হ'য়েছে, একটু স্থির হ'য়ে শুয়ে থাকুন।

কমল। এ কি! আমার মাথার সামনে এসব কি? ...শিশি—কোনটা সাদা, কোনটা লাল আবার কোনটা কালো। কি আছে এর মধ্যে?...হুঁ বুঝেছি, একটায় আছে জল, একটায় আছে সিরাপ, আর একটাতে আছে বিষ।

রমা। এসব কি ব'লছেন আপনি?

কমল। এঁ্যা! আমি কি বলছি?....ঠিকই বলছি, ভেঙ্গে ফেলুন, সরিয়ে নিয়ে যান এসব আমার চোখের সামনে থেকে। ...ঐ শুনুন চারিদিকে বিদ্রূপের চাপা হাসি, কথায় কথায় সন্দেহ আর নিন্দা। আপনি চ'লে যান—

রমা। কমলবাবু!

কমল। ভয় নেই। আমি একাই প'ড়ে থাকব এখানে, আমার সাধনাকে বুকে আঁকড়ে।

রমা। আপনি আগে সেরে উঠুন। তারপর—

কমল। ভবিষ্যৎকে টেনে আনবেন না। বর্ত্তমানকে নিয়ে এগিয়ে চলুন...হ্যাঁ, আমি যা বলছিলাম—

রমা। কি?

কমল। আপনি ভারতীকে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারেন?

রমা। কে এই ভারতী?

কমল। আমার কেউ নয়; তবে—

রমা। আপনার চোখ মুখ ব'লছে তার চেয়ে আপনার, আর আপনার কেউ নেই।

কমল। তাই নাকি ? তাহ'লে ভারতী আমারই আছে! ... তা যদি না হবে, তবে কেন আমার মন বারে বারে তার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। যতবার তার কথা, তার মুখ, তার হাসি, সব কিছু ভুলতে চাইছি ; কিন্তু কেন পাচ্ছি না ?

রমা।. একটা গল্প শুনবেন কমলবাবু—

কমল। গল্প—হ্যাঁ বলুন।

রমা। দেশের কাজ ক'রতে গিয়ে কোন কর্ম্মী কোনদিন পিছন ফিরে তাকায় না। কে র'ইল পড়ে, কে করুণ আর্ত্তনাদে ব্যথিত ক'রে তুলল' দেবতাকে, কে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হা—হুতাস ক'রতে লাগল—এ সব ভেবে দেখবার মত সময় তার নেই।

কমল। আপনার গল্পের ভূমিকা ত' দেখছি মন্দ নয়।

রমা। বড় লোকের একটি ছেলে, সেও ঠিক এইভাবে দেশের কাজে নেমেছিল। সব চেয়ে বড় আশ্চর্য্যের—স্বেচ্ছায় সে এ পথে পা বাড়ায়নি। বাড়াতে বাধ্য ক'রেছিল একটি মেয়ে —যাকে সে একদিন ভালবেসেছিল। তাই সে তার ভালবাসার ঋণ পরিশোধ ক'রল—এইভাবে। চ'লল দু'জনে এক সঙ্গে। মাঝে মাঝে তাদের পথ হারিয়ে যেতে লাগল।

কমল। তারপর ?

রমা। দুটিতে চ'লল দৃঢ় পদবিক্ষেপে হাত ধরাধরি ক'রে—ঠিক ভাই বোনের মত। দেখতে পেল' তারা—আলো। সে

আলোকে কাজ ক'রে যেতে লাগল। হঠাৎ আবার অন্ধকার নেমে এল। পথ গেল গুলিয়ে—সাহস গেল হারিয়ে। তখন দরকার পড়ল আর একজনকে।

কমল। কে সে?

রমা। কারাগারের অন্তরালে যে ছিল এতদিন—

কমল। তবে কি—

রমা। না, চঞ্চল হবেন না। গল্পটা শেষ ক'রতে দিন। কারাগার থেকে বেরিয়ে আসবার পর সে দেখল—পাখী গেছে উড়ে নীলাকাশে—নূতন দেশের সন্ধানে।

কমল। তারপর?

রমা। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সেও বেরিয়ে প'ড়ল—নূতন পথের সন্ধানে। 'ভাই বোন' সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে র'ইল—সেই মুখখানা দেখবার জন্যে। ...এই ভাবে বছরের পর বছর কেটে চল্‌ল। ...'ভাই বোন' একদিন বিদ্রোহী ছেলে মেয়ের মত ছুটে এল, সেই গাঁয়ে—যেখানে, যার ইঙ্গিতে মানুষকে অমানুষ ক'রে তোলা হ'য়েছে, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে শোষণনীতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিতে। ধরা প'ড়ল—বাঁধা পড়ল—স্নেহের আবেষ্টনীর মাঝখানে। সে জাল থেকে মুক্ত হ'তেই হবে; নইলে এতদিনের সাধনা সব যে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। তাই স্নেহের শিকল কেটে উড়ে গেল 'ভাই বোন'। আশ্চর্য্য হ'য়ে সবাই তাই দেখল।

কমল। তারপর ?

রমা। যবনিকা পড়বার আগে 'ভাই-বোন' জ্যোতির সন্ধান পাবে। সব অন্ধকার সরে যাবে।

কমল। (উচ্চৈস্বরে) জ্যোতি—কোথাকার জ্যোতি—কে এই জ্যোতি ?

রমা। আপনি জ্যোতিবাবুকে চেনেন নাকি ?

কমল। ...না। তবে আমি একবার তোমার 'ভাই-বোন'-এর সঙ্গে দেখা ক'রতে চাই।

রমা। কোথায় পাবেন তাদের ?

কমল। আমাকে যেতেই হবে—দেখব চেষ্টা ক'রে।

রমা। এ দেহ নিয়ে কোন ভরসায় আপনি যেতে চান ?

কমল। ভয় নেই। আমি যেতে পারব, খুব পারব ; এটুকু মনের জোর আমার আছে।

রমা। শুধু মনের জোরের ওপর নির্ভর ক'রলে, সব সময় সব কাজ হয় না।

কমল। আপনি আমায় ছেড়ে দিন।

রমা। জ্বরে যে আপনার গা পুড়ে যাচ্ছে।

কমল। জ্বর আমার দেহে—মনে নয় রমা দেবী।

রমা। না, আপনাকে আমি যেতে দেব না।

কমল। শুনতে পাচ্ছেন না, ঐ ভারতী আমায় ডাকছে।

রমা। দেখছেন না বাহিরে কি ভীষণ দুর্য্যোগ !

কমল। তাহ'ক, ভগবান আমাকে সৃষ্টি ক'রেছেন দুর্য্যোগের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়তে। ...ভারতী, আমি যাচ্ছি। তোমার কোন ভয় নেই। কেউ আমাদের পৃথক ক'রে রাখতে পারবে না। ...ঐ শুনুন রমাদেবী, ভারতী আসছে; প্রকৃতি তাকে বাধা দিচ্ছে। সে কোন বাধা মানছে না। দরজা, জানালা খুলে দিন। বিদ্যুতের ছটা লাগুক ঘরে—ঝড় বৃষ্টি ব'য়ে আনুক তার আগমনের গান। আলো নিয়ে এগিয়ে যান—যান।

[রমা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

ঐ বুঝি এসে গেল। এভাবে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। দেখছেন না আজ সকলেই চঞ্চল, সকলেই কর্ম্মব্যস্ত। তবে আজ কেন আপনি কর্ম্মক্লান্ত, নির্জ্জীব, নিষ্প্রাণ রমাদেবী ?

[বাইরের ঝড়ের চাপে একটা জানালা খুলিয়া গেল।
সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো নিভিয়া গেল।]

কমল। রমাদেবী, এযে অন্ধকার—চারিদিকে অন্ধকার।

[ভারতী ও ডাঃ মুখার্জ্জীর প্রবেশ।]

ডাঃ মুখার্জ্জী। তাই আজ আলোর প্রয়োজন। কোথায় জ্যোতি—চেয়ে দেখ আজ অতিথি এসেছে তোমার দ্বারে।

রমা। কে ? (বিদ্যুৎ চমকাইল; তার আলোকে ডাঃ মুখার্জ্জীকে দেখিয়া) দাদা!

ডাঃ মুখার্জ্জী। রমা! বল কোথায় জ্যোতি—বল? আমরা যে জ্যোতিহারা হ'য়ে পথে প্রান্তরে ঘুরে ম'রছি।

রমা। আমি ত জ্যোতিকে চিনি না দাদা।

কমল। কে ডাকছে—এই গভীর রাতে কে আমায় ডাকছে?

ডাঃ মুখার্জ্জী। ওখানে কে কথা ব'লছে রমা? চলত' দেখি—মনে হ'চ্ছে যেন পরিচিত স্বর।

রমা। উনি আমাদের সমিতির সেক্রেটারী—কমলবাবু।

ডাঃ মুখার্জ্জী। কমলবাবু! জ্যোতি নয়? ...আমরা তবে কি ভুল ক'রেছি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়েছি?

কমল। আমিও অন্ধকারে ঠিক চিনতে পাচ্ছি না। কে আপনি?

ডাঃ মুখার্জ্জী। রমা, ঘরের সব জানালা খুলে দাও তো!

[রমা তাই করিল; ঘরের মধ্যে ঘন ঘন বিদ্যুতের আলো প্রবেশ করিল।]

ডাঃ মুখার্জ্জী। উঃ! বাইরে কি ভীষণ ঝড় আর জল; ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। ঐ দেখ ঝড়ের বেগে কত মেটে ঘরের চাল উড়ে যাচ্ছে। কত গরীবকে আজ নিরাশ্রয় ক'রছে। চেয়ে দেখ, কত গাছ

ভেঙ্গে প'ড়ে পথ বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। ...চল ভারতী, আমরা বেরিয়ে পড়ি।

কমল। কে—ভারতী?

ডাঃ মুখার্জ্জী। জ্যোতির্ম্ময়—

কমল। না, আমি জ্যোতি নই—আমি—আমি......রমাদেবী, আমার ওষুধ খাবার সময় হ'য়েছে। এক দাগ ওষুধ দিন, খেয়ে স্থির হ'য়ে ঘুমিয়ে প'ড়ি।

(বিদ্যুতের আলোকে ভারতী ও ডাঃ মুখার্জ্জী স্পষ্ট কমলকে দেখিতে পাইল)

ডাঃ মুখার্জ্জী। (কমলের হাত দুটি ধরিয়া) বন্ধু! অভিমান ক'র না—চেয়ে দেখ, ভারতী আজ তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

কমল। ভারতী—

ভারতী। স্বামী—(পদতলে বসিল।)

কমল। (সাদরে উঠাইয়া) এখানে নয়—এস আমার পাশে। বন্ধু! তুমিও এস—বস এইখানে। (উভয়কে নিজের দুই পাশে বসাইয়া) রমাদেবী চেয়ে দেখুন—ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন, আপনার 'ভাই-বোন' ফিরে এসেছে।

যবনিকা।